শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ-প্রকাশ-গ্রন্থ

শ্রীল কৃষ্ণচরণ দাস প্রণীত।

অমূল্যধন রায়ভট্ট সম্পাদিত।

পোঃ পাণিহাটী, জিঃ ২৪ পরগণা, শ্রীগৌরাঙ্গ-গ্রন্থমন্দির হইতে
সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য ৷৹ আনা।

ভূমিকা

"শ্রীশ্যামানন্দ-প্রকাশ" গ্রন্থখানি প্রাচীন ও প্রামাণিক। "প্রেম-বিলাস" এবং "ভক্তিরত্নাকরে" শ্যামানন্দ-প্রভুর সিদ্ধাবস্থার যে সুধামাখা বার্ত্তা ইঙ্গিতাভাবে বর্ণিত আছে, এই গ্রন্থে তাহা বিস্তৃতভাবে বিবৃত হইয়াছে।

গ্রন্থখানি শ্রীরাধামাধব বা রাধামোহন দাসের শিষ্য শ্রীকৃষ্ণচরণ দাস বিচরিত। ইনি শ্যামানন্দপ্রভুর প্রশিষ্য বা রসিকানন্দপ্রভুর পৌত্র শ্রীল নয়নানন্দ দেব গোস্বামীর সমসাময়িক; সেকারণ দুই শত বৎসর পূর্ব্বে যে ইহার রচনাকাল, তাহা অনুমিত হয়। গ্রন্থকার শ্যামানন্দ-প্রভুর কৃপাশক্তি প্রাপ্ত হইয়া এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন, গ্রন্থের শেষে তাহার উল্লেখ আছে। ফলতঃ এই গ্রন্থখানি ভক্তিরত্নাকর এবং প্রেমবিলাসের শ্রীল শ্যামানন্দ-চরিতের পরিশিষ্ট।

আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গ-গ্রন্থমন্দিরে দুইখানি পুঁথি আছে—একখানি লালগড় নিবাসী মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথচন্দ্র রায় মহাশয় প্রদত্ত (ইনি শ্যামানন্দ পরিবার), অপরখানি ভক্তি-সম্পাদক পণ্ডিতপ্রবর দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রদত্ত। এই দুইখানি পুঁথি মিলাইয়া ইহার পাঠোদ্ধার করা হইয়াছে। লিপিকাল বেশীদিনের নহে এবং লিপিকারের দোষে দুইখানি পুঁথিতেই বিস্তর ভুল ভ্রান্তি দৃষ্ট হয়। 'এসিয়াটিক সোসাইটীতে' একখানি পুঁথি দর্শন করিয়াছি, উহার পুঁথি নং ৪৯০৩।

যাহা হউক, শ্যামানন্দ-প্রকাশ-গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। আমাদের চিরসুহৃদ্ পরমভাগবত পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ এম, এ. বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয়ের অনুকম্পায় গ্রন্থখানি মুদ্রিত হওয়ায় ভক্তগণের আনন্দবর্দ্ধন হইল। নিবেদন ইতি

শ্রীগৌরাঙ্গ-গ্রন্থমন্দির—
পাণিহাটী, পোঃ (২৪ পরগণা);
১৩৩৫ বাং, ২৫শে চৈত্র।

বৈষ্ণবদাসানুদাস্য-অভিলাষী—
শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট।

শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ-প্রকাশ-গ্রন্থ

শ্রীল কৃষ্ণচরণ দাস প্রণীত।

শ্রীঅমূল্যধন রায়ভট্ট সম্পাদিত।

পোঃ পাণিহাটী, জিঃ ২৪ পরগণা, শ্রীগৌরাঙ্গ-গ্রন্থমন্দির হইতে
সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য ।৷০ আনা।

ভূমিকা

"শ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশ" গ্রন্থখানি প্রাচীন ও প্রামাণিক। "প্রেম-বিলাস" এবং "ভক্তিরত্নাকরে" শ্যামানন্দ-প্রভুর সিদ্ধাবস্থার যে সুধামাখা বার্ত্তা ইঙ্গিতাভাবে বর্ণিত আছে, এই গ্রন্থে তাহা বিস্তৃতভাবে বিবৃত হইয়াছে।

গ্রন্থখানি শ্রীরাধামাধব বা রাধামোহন দাসের শিষ্য শ্রীকৃষ্ণচরণ দাস বিচরিত। ইনি শ্যামানন্দপ্রভুর প্রশিষ্য বা রসিকানন্দপ্রভুর পৌত্র শ্রীল নয়নানন্দ দেব গোস্বামীর সমসাময়িক; সেকারণ দুই শত বৎসর পূর্ব্বে যে ইহার রচনাকাল, তাহা অনুমিত হয়। গ্রন্থকার শ্যামানন্দ-প্রভুর কৃপাশক্তি প্রাপ্ত হইয়া এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন, গ্রন্থের শেষে তাহার উল্লেখ আছে। ফলতঃ এই গ্রন্থখানি ভক্তিরত্নাকর এবং প্রেমবিলাসের শ্রীল শ্যামানন্দ-চরিতের পরিশিষ্ট।

আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গ-গ্রন্থমন্দিরে দুইখানি পুঁথি আছে—একখানি লালগড় নিবাসী মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথচন্দ্র রায় মহাশয় প্রদত্ত (ইনি শ্যামানন্দ পরিবার), অপরখানি ভক্তি-সম্পাদক পণ্ডিতপ্রবর দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রদত্ত। এই দুইখানি পুঁথি মিলাইয়া ইহার পাঠোদ্ধার করা হইয়াছে। লিপিকাল বেশীদিনের নহে এবং লিপিকারের দোষে দুইখানি পুঁথিতেই বিস্তর ভুল ভ্রান্তি দৃষ্ট হয়। 'এসিয়াটিক সোসাইটীতে' একখানি পুঁথি দর্শন করিয়াছি, উহার পুঁথি নং ৪৯০৩।

যাহা হউক, শ্যামানন্দ-প্রকাশ-গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। আমাদের চিরসুহৃদ্ পরমভাগবত পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ এম, এ, বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয়ের অনুকম্পায় গ্রন্থখানি মুদ্রিত হওয়ায় ভক্তগণের আনন্দবর্দ্ধন হইল। নিবেদন ইতি

শ্রীগৌরাঙ্গ-গ্রন্থমন্দির—	বৈষ্ণবদাসানুদাস্য-অভিলাষী—
পাণিহাটী, পোঃ (২৪ পরগণা);	শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট।
১৩৩৫ বাং, ২৫শে চৈত্র।	

শ্রীশ্রীরাধারমণ

শ্রীশ্যামানন্দ-প্রকাশ-গ্রন্থ।

—— * ——

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ।

প্রথম দশা।

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর-ভক্তবৃন্দ॥
শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র আদি সর্ব্ব ভক্তগণ।
ভূমেতে পড়িয়া বন্দোঁ সবার চরণ॥
শ্রীরূপ-সনাতন ভট্টরঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোসাঞি বন্দোঁ চরণকমল।
মস্তক উপরে রাখোঁ সবা পদতল॥
শ্রীরাধামোহনদাস-ঠাকুর হামারি।
তাঁর দুই পাদপদ্ম মস্তকেতে ধরি॥
বন্দিব শ্রীনয়নানন্দদেবের চরণ।
পরমেষ্ট গুরু তেঁহ সাধন স্মরণ॥
বন্দিব শ্রীরসিকানন্দ পাদপদ্ম সাবধানে।
পরমেষ্টি-গুরু তিহোঁ হয়েন জন্মে জন্মে॥

বন্দিব শ্রীহৃদয়ানন্দদেবের চরণ।
পরমেস্ট পরাৎপর গুরু তেঁহ হন॥
বন্দিব শ্রীশ্যামানন্দদেবের চরণ।
পরমেষ্টি পরাৎপর গুরু তিহোঁ হন॥
বন্দিব শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর।
জন্মে জন্মে হঙ তাঁর উচ্ছিস্টের কুকুর॥
বন্দিব শ্রীনিত্যানন্দ-চৈতন্য-চরণ।
প্রভু, মহাপ্রভু পদে লইনু শরণ॥
গৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর কৃপা হইতে।
শ্রীশ্যামানন্দেরে কৃপা (১) হইল ব্রজেতে যাইতে॥
শ্রীশ্যামানন্দ গোসাঞির বৈরাগ্য জন্মিল।
ব্রজবাস আজ্ঞা গুরুপদে নিবেদিল॥
শ্রীহৃদয়ানন্দ গোসাঞির কৃপা আজ্ঞা হৈলা।
শ্রীশ্যামানন্দ গোসাঞি ব্রজে বাস কৈলা॥
শ্রীজীব-গোসাঞির সঙ্গেতে রহিলা।
শ্রীজীব বাৎসল্য স্নেহ বহুত করিলা॥
শ্রীরাধাকৃষ্ণ রাসলীলা শুনে রাত্রদিনে।
সেই সে মধুর বস্তু করে আস্বাদনে॥
মধুরে বাড়িল লোভ অন্য চেষ্টা নাই।
কুঞ্জসেবা করি রহে শ্যামানন্দ গোসাঞি॥
শ্রীবৃন্দাবনের (কনক কুঞ্জের সন্নিধানে)। (২)
নিত্য ঝাড়ু দেন, সেবা করেন বিহানে॥
শ্রীজীবের পাদপদ্ম করেন সেবন।
রাধাকৃষ্ণ-লীলারস শুনে অনুক্ষণ॥
শুনিতে শুনিতে চিত্তে রাগাশ্রয় হৈলা।
অচেতন হইয়া কুঞ্জে পড়িয়া রহিলা॥

(১) আজ্ঞা; (২) কল্পতরু রাসস্থলি স্থানে।

দেহে প্রাণ নাহি কিছু নাহি বহে শ্বাস।
দেখিয়া শ্রীজীবচাঁন্দের লাগিল তরাস॥
শ্যামানন্দের রাগ দেখি শ্রীজীব নয়নে।
কোলে করি লঞা গেলা আপন ভবনে॥
তৃতীয় প্রহর দিনে চেতন হইলা।
উঠিয়া শ্রীজীবচান্দের চরণে পড়িলা॥
শ্রীজীব চরণধূলি মস্তকেতে দিলা।
বহু কৃপা করি তারে প্রসাদ খাওয়াইলা॥
তবে তো গোসাঞিজীউ * শ্রীজীবচরণে।
প্রাপ্তি আশা করি মনে করে নিবেদনে॥
কৃপা করি কহ মোরে কিসে রাধাকৃষ্ণ পাই।
এই বাঞ্ছা পূর্ণ মোর করহ গোসাঞি॥
সদয় হইয়া তবে শ্রীজীব-গোসাঞি।
যত কৃপা করিলেন তার অন্ত নাই॥
তবে গোসাঞি পঞ্চরসের কহিল আখ্যান।
বিশেষ মধুর-রস তাহাতে শুনান॥
যেই ভাব যেই ভাবাশ্রয় রাগ অভিমত।
নিষ্কপটে কহেন তাঁরে যেই অনুগত॥
কৃপা করি কহিলেন সকল গোসাঞি।
শুনিয়া পরমসুখ পাইলা গোসাঞি॥ §
নিজ অনুগত দিল ভজন সাধন।
রাগানুগা ভজনের যত হয় ক্রম॥

* শ্যামানন্দ।

§ শ্যামানন্দ।

শ্রীরূপ-চরণাশ্রয় শ্রীজীব-কৃপাতে।
রাধাকৃষ্ণ ভজন করেন অবিরতে॥
দিনে দিনে প্রেমভক্তি রাগ উদ্দীপন।
রাগাত্মিকা দশা সদা শ্যামানন্দ-মন॥
রাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবা কায়মনবাক্যে।
সদা লীলা দরশন চিত্ত করি ঐক্যে॥
শ্রীরূপমঞ্জরী সঙ্গে পরম হরিষে।
রাধাকৃষ্ণ প্রেমসেবা করেন মানসে॥
এইরূপে সাধনেতে কত দিন যায়।
সাধন-পক্কতা তাঁর হইল হিয়ায়॥
বৃন্দাবনে কল্প কুঞ্জ-কুটীর ভিতরে।
রাধাকৃষ্ণ রাসলীলা করে নিরন্তরে॥
অমায়িক, অবৈদিক অহৈতুকি জনে।
দরশন করয়ে মায়া না দেখে কখনে॥

একদিন রাধাকৃষ্ণ সখীগণ সঙ্গে।
কুঞ্জে নৃত্য-গীত করে বিবিধ তরঙ্গে॥
রাধা সখিগণ নিজ ভুজে অন্য ভুজে।
মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র তাহা অধিক বিরাজে॥
নৃত্য করে সখিগণ আনন্দিত মন।
মধ্যে নৃত্য করে কৃষ্ণ মদনমোহন॥
গান-বাদ্য করে তাহে সব সখিগণ।
রাধা নৃত্য করে কৃষ্ণ করে দরশন॥
বিবিধ বিচিত্র বাদ্য সখিগণ গায়।
রাধিকা নাচয়ে কভু সখীরে নাচায়॥
এই মত কৃষ্ণসুখ লাগিয়া নর্ত্তন।

এই রসে সভে মত্ত জুড়ায় নয়ন ॥
রাধিকার নৃত্য তাহে অত্যন্ত প্রচুর।
খসিয়া পড়িল বাম পদের নূপুর ॥
আপনে না জানে সখিগণ না জানিল।
চরণে আছয়ে কিম্বা কোথায় পড়িল ॥
নৃত্য অন্তে পালঙ্কে শয়ন করে যাঞা।
সখীগণ নিরখয়ে গবাক্ষে নেত্র দিয়া ॥
রতি-রসে পোহাইল রাত্রি হৈল শেষ।
সখীগণ উঠিবারে করিলা আদেশ ॥
বহুক্ষণে উঠি রসালস অঙ্গ ভরে।
লাজ ভয়ে উঠি যায়েন নিজ নিজ ঘরে ॥
সখিগণ চলিগেলা নিজ নিকেতনে।
পড়িয়া রহিল নূপুর কেহ নাহি জানে ॥

[অন্য পুঁথিতে—]

(কক্ষটির—শব্দ শুনি কুঞ্জ-উত্থান কৈলা।
সম্ভ্রমে নূপুর কুঞ্জে পড়িয়া রহিলা।)
শ্যামানন্দ গোসাঞিরে কৃপার কারণে।
এই ভঙ্গি শ্রীরাধার হৈল নিজ মনে ॥
[শ্যামানন্দরূপ তিহোঁ হইয়াছে প্রকাশ;
কে জানে তাহার মন কিবা অভিলাষ ॥]
শ্যামানন্দ গোসাঞি করে নিকুঞ্জ সেবন।
প্রভাত হইলে কুঞ্জে করেন গমন ॥
শ্রীকুঞ্জ দরশন করি প্রণাম করিলা।
সংস্কার লাগিয়া কল্পতরু-মূলে গেলা ॥

তরুমূলে দেখিল কনক বঙ্ক রাজে।
সূর্য্য যেন উদয় হঞাছে কুঞ্জমাঝে ॥
কনক দর্পণ জিনি নূপুরের-জ্যোতি।
দেখিয়া গোসাঞি হইলেন মূর্চ্ছিতি ॥
তবে কথোক্ষণে গোসাঞি চেতনা পাইলা।
নূপুর করিয়া হস্তে মস্তকে ধরিলা ॥
নূপুর করিতে মাথে পুলকাশ্রু হইলা।
অষ্ট-স্বাত্তিক-ভাব দেহে উপজিলা ॥
গদগদ স্বেদ স্তম্ভ আনন্দে বিহ্বল।
নূপুর চুম্বয়ে, ধরে হৃদয়-কমল।
পুনঃ অচেতন হঞা কুঞ্জেতে পড়িলা।
তবে কথোক্ষণে গোসাঞি চেতন লভিলা ॥
চেতন হইয়া "রাধাকৃষ্ণ" বলি ডাকে।
চতুর্দ্দিকে চাহে রাধাকৃষ্ণ নাহি দেখে ॥
প্রেমেতে আকুল হঞা করয়ে রোদন।
"কবে মোরে রাধা-কৃষ্ণ দিবে দরশন ॥
তবে কথোক্ষণে গোসাঞির ধৈর্য্য হৈলা।
নূপুর বান্ধিয়া কণ্ঠে কুঞ্জে ঝাড়ু দিলা ॥

এথা রাই নিজগৃহে প্রবেশ হইলা।
নূপুর না দেখি পায়ে চমৎকার পাইলা ॥
নূপুর রহিলা কুঞ্জে মনে স্মৃতি হইল।
নূপুর খুঁজিতে ললিতারে পাঠাইল ॥
বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী হঞা ললিতাসুন্দরী।
নূপুর খুঁজিতে কুঞ্জে আইল শীঘ্র করি ॥

শ্যামানন্দ গোসাঞিরে ললিতা দেখিলা।
যতন করিয়া তার নাম জিজ্ঞাসিলা ॥
পূর্ব্বনাম কহিল—"দুখিনী কৃষ্ণদাস।"
শুনিয়া ললিতা তাঁরে করেন আশ্বাস ॥
আশ্বাস করিয়া তারে জিজ্ঞাসেন বাণী।
"বধূর নূপুর মোর পাইয়াছ তুমি ॥"
"যমুনার জল লইতে বধূ এসেছিল।
সম্ভ্রমে নূপুর কুঞ্জে খসিয়া পড়িল ॥
সুবর্ণ নূপুর সেই বহু মূল্য হয়।
নূপুর পাইলে তোমা তুষিব নিশ্চয় ॥"
তবে তো গোসাঞি কহে—"কোথা তোমার ঘর।
কি নাম তোমার, তুমি কহ ত সত্বর ॥"
ললিতা কহেন "মোর নাম রাধাদাসী।
কণোজ-ব্রাহ্মণী মুঞি হই ব্রজবাসী ॥"
নিজ নাম লুকাইয়া কহিলা ললিতা।
শুনি গোসাঞি তাঁরে কহে নূপুরের বার্ত্তা।
"নূপুর পাঞাছি আমি কহি সত্য বাণী।
তোমার নূপুর নহে শুন ঠাকুরাণী ॥
শ্রীরাধার নূপুর—এই নিশ্চয় বুঝিল।
নূপুর স্পর্শিতে মোর প্রেম উপজিল ॥
নূপুর দেখিয়া মুঞি মূর্চ্ছিত হইনু।
নূপুর ছুঁইতে * প্রেম সমুদ্রে ডুবিনু ॥
মনুষ্যের নূপুর ছুঁইতে প্রেম নাহি হয়।
শ্রীরাধার নূপুর এই জানিহ নিশ্চয় ॥
তোমার নূপুর যদি এই সত্য হয়।
দেখিয়া তোমার ঘর দিব সুনিশ্চয় ॥

---

* মঞ্জির পরশে।

তোমার গ্রামেতে সর্ব্বলোকে দেখাইব।
তোমার নূপুর বলি সে লোকে কহিব ॥
দশ পাঁচ লোক সাক্ষী রাখিয়া সেখানে।
তোমার নূপুর আমি দিব ততক্ষণে ॥
নহিলে নূপুর আমি তোমায় কেনে দিব।
যে পদের নূপুর সেই পদে পরাইব ॥"
এ বাক্য শুনিয়া তবে ললিতা বলিলা।
"বঞ্চনা করিয়া আমি তোমারে কহিলা ॥
শ্রীরাধার নূপুর সত্য তোমার বচন।
এখন তোমারে হৈল সুপ্রসন্ন মন ॥
কি বর মাগিবে মাগ তোমারে সেদিব।
বাঞ্ছা সিদ্ধ করিয়া নূপুর লঞা যাব ॥
তোমারে প্রসন্ন হৈলা বৃষভানু-সুতা
নূপুর পাইলে যাতে বুঝিয়ে সর্ব্বথা ॥"

তবেতো গোসাঞি কহে "শুন ঠাকুরাণী।
কে তুমি তোমার রূপ দেখিব যে আমি ॥
পরিচয় দেহ মোরে (কৃপা) দরশন দিয়া
তবেতো মনের বাঞ্ছা কহিব বুঝিয়া ॥"
তবে গোসাঞে লঞা গুপ্ত স্থানে আসি
কহিলা "ললিতা নাম, শ্রীরাধার দাসী ॥"
ললিতা কহেন,—"শুন দুঃখিনী কৃষ্ণদাস।
দেখিতে আমার রূপ মনে তব আশ ॥
দেখিলে আমার রূপ ধৈর্য্য নাহি হবে।
অধৈর্য্য হইলে রূপ কেমনে দেখিবে ॥"

তবেতে গোসাঞি কহে ; "শুন ঠাকুরাণী।
তোমার সে কৃপা হইল ধৈর্য্য হব আমি॥"
ললিতা কহেন ; "চক্ষু মুদ কৃষ্ণদাস।
তবে নিজরূপ আমি করিব প্রকাশ॥"
শুনিয়া গোসাঞি দুই নয়ন মুদিল ;
ললিতা সুন্দরী নিজ রূপ প্রকাশিল॥

তথাহি তদ্রূপং

"শুদ্ধকাঞ্চন-গৌরাঙ্গীং শুভ্রবস্ত্রাং সুলোচনাং।
কোটীকন্দর্পলাবাণ্যং কোটীন্দুং ললিতাং বন্দে॥" ইতি

আজ্ঞা দিল ; "কৃষ্ণদাস করহ দরশন।"
শুনিয়া গোসাঞি চক্ষু মিলিলা তখন॥
ললিতার রূপ নেত্রে নিরীক্ষণ কৈলা।
মূর্চ্ছিত হইয়া গোসাঞি ভূমেতে পড়িলা॥
শ্রীললিতাদেবী তারে করান চেতন।
প্রণাম করেন গোসাঞি অশ্রুনয়ন॥
ললিতার চরণ ধরিয়া নিজ শীরে।
পদরেণু ভূষণ করেন কলেবরে॥
প্রেমে অঙ্গ গদগদ বাক্য নাহি স্ফূরে।
পুলকাঙ্গ প্রেম-অশ্রু ঝর ঝর ঝরে।
গোসাঞির ভাব দেখি ললিতা-সুন্দরী।
গায়ে হাত দিয়া প্রেম সম্বরণ করি॥
তারে ধৈর্য্য করি কুঞ্জে বহু স্নেহ কৈলা।
তুষ্ট হঞা তার প্রেমে সদয় হইলা॥

ললিতা কহেন, "বর মাগ কৃষ্ণদাস।
কোন্ বাঞ্ছা হয় তোমার মনে অভিলাষ॥"
গোসাঞি কহেন "আর কি বর মাগিব।
তব দাসী হঞা রাধাকৃষ্ণকে সেবিব॥
সদয় হইয়া তারে এই বর দিলা।
"রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি হউ" কহিতে লাগিলা॥
"এ দেহে না পাবে রাধাকৃষ্ণের সেবন।
মানসিক সখীদেহে করিবে দর্শন।
শ্রীরূপমঞ্জরী সঙ্গে কুঞ্জেতে আসিবে।
রাধাকৃষ্ণ-রাসলীলা দর্শন করিবে॥
সাক্ষাতে স্বরূপ তুমি দেখিবে নয়নে।
(তবে মোরে কহিও ললিতা বলি মানে॥)
এ দেহে তোমার ভোগ আছে যত দিন।
শ্রীজীবের সঙ্গেতে তুমি থাক ততদিন॥
রাধাকৃষ্ণ রাসলীলা কর আস্বাদন।
দেহ অন্তে পাইবে রাধাকৃষ্ণের চরণ॥
এই নিত্য মন্ত্র তুমি করহ গ্রহণ।
স্মরণ করিলে হবে রাধিকা দর্শন॥
(অল্পদিনে পাইবে শ্রীরাধিকার চরণ।")

*   *   *   *

কৃপা করি নিজ মন্ত্র গোঁসাঞিরে দিলা।
গোঁসাঞি কুঞ্জেতে মন্ত্র গ্রহণ করিলা॥
মন্ত্র গ্রহণ মাত্রেতে প্রেম উপজিলা।
আনন্দিত হঞা তাঁর চরণে পড়িলা॥
শ্যামানন্দ মাথে তিহোঁ পদ তুলি দিলা।
কোলে করি তবে বহু আশীর্ব্বাদ কৈলা॥

নূপুর আনিতে তবে গেলেন গোঁসাঞি।
বস্ত্রে ঢাকা দিয়া রাখিয়াছেন এক ঠাঁই॥
কুঞ্জে ঘাস-চাঁছয়ে খুরপা সহিতে।
নূপুর রাখিয়াছিল করিয়া গুপতে॥
নূপুরের সঙ্গে সেই খুরপা আছিল।
নূপুর পরশে সেহ (লৌহ) সুবর্ণ হইল॥
দেখিয়া গোঁসাঞি মনে আনন্দ হইলা।
নূপুর মস্তকে করি সাক্ষাতে আইলা॥
ললিতার সম্মুখেতে নূপুর রাখিয়া।
প্রণাম করেন গোঁসাঞি অষ্টাঙ্গ হইয়া॥
নূপুর করিয়া হাতে ললিতাসুন্দরী।
গোঁসাঞির মাথে ছুঁয়াইল শীঘ্র করি॥
"শ্রীরাধিকার পদচিহ্ন থাকু তোর মাথে।"
ইহা বলি নূপুর ছুঁয়াইল কপালেতে॥
ললাটে নূপুর-স্পর্শে তিলক হইলা।
নূপুরের চূড়া লাগি বিন্দু মাঝে হৈলা॥
তবে তো গোঁসাঞি তারে দণ্ডবৎ কৈলা।
ললিতা কহেন "তুমি শ্যামানন্দ হৈলা॥
আজি হ'তে তোমার নাম হইল "শ্যামানন্দ"।
ধন্য তোমার ভাগ্য পাইলে শ্যামা-পদদ্বন্দ্ব॥
শ্রীজীব বিনা এই কথা কারে না কহিবে।
অন্যত্রে কহিলে তুমি পরাণে না জীবে॥"
ললিতা কহেন, "এবে যাও নিজস্থানে।
শুনি অশ্রু ঝরে গোঁসাঞির কমল-নয়নে॥
পুনরপি প্রণাম তাঁরে করিলা গোঁসাঞি।
অষ্টাঙ্গ হইয়া কুঞ্জে পড়িলা তথাই॥

প্রেমেতে আকুল হঞা কান্দিতে লাগিলা।
ললিতা প্রবোধ করি বিদায় হইলা॥
পদ দুই চারি তবে করিতে পয়ান।
দেখিল ললিতা কুঞ্জে হৈল অন্তর্ধ্যান॥
প্রেমেতে আকুল চিত্ত কুঞ্জে কুঞ্জে ধায়।
"কোথায় ললিতা" বলি কান্দে উভরায়॥
প্রেমাবিষ্ট হঞা নিজ কুঞ্জেতে আইলা।
শ্রীজীব-গোঁসাঞে দেখি চরণে পড়িলা॥
শ্রীললিতা-পরশে শ্রীশ্যামানন্দ দেহ।
কাঞ্চন-বরণ হৈল রূপে জগমোহ॥
শ্রীজীব কহেন, "কৃষ্ণদাস কোথা ছিলা।
কাঞ্চন-বরণ তোমার কেমনে হইলা॥"
শ্যামানন্দ কহে "প্রভু কুঞ্জেতে আছিলা।
তোমার চরণ-স্পর্শে এরূপ হইলা॥"
শ্রীজীব কহেন "তোমার দেখি একি রূপ।
মস্তকে তিলক তোমার কেমন স্বরূপ॥
কে দিলা তিলক তোমার কি নাম তাঁহার?
প্রেমেতে পূর্ণিত অঙ্গ নেত্রে জলধার॥
শ্রীহরি-মন্দির তোমার তিলক আছিলা।
এ কোন তিলক কহ কে তোমারে দিলা॥
বঞ্চনা করিয়ে তুমি কহিলে আমারে।
হইল কৃষ্ণের কৃপা দেখি যে তোমারে॥
কিম্বা শ্রীমতীর কৃপা কহ তো বিবরি।
তাঁর পদচিহ্ন প্রায় ললাটে নেহারি॥"
শ্রীগোসাঞি কহেন "তোমার কৃপা হৈতে।
এ প্রেমপুলক-অশ্রু হইলা দেহেতে॥

মস্তকে তিলক এই তব কৃপাচিহ্ন।
করহ করুণাদিঠি মুঞি দীনহীন ॥
সুবর্ণ খুরুপা গোসাঞি বস্ত্রে ঢাকা দিয়া।
কক্ষেতে করিয়াছিল গুপত করিয়া ॥
শ্রীজীব কহেন "বস্ত্রে কোন দ্রব্য হয়।
দেখাহ আমারে তুমি জানিব নিশ্চয় ॥"
তবে তো গোসাঞি তাঁরে খুরপা দেখাইল।
সুবর্ণ খুরপা দেখি বিস্মিত হইল ॥
শ্রীজীব কহেন "লৌহ খুরপা আছিল।
কিরূপে খুরপা এই সুবর্ণ হইল।
গোঁসাঞি কহেন "আমি গুপথে কহিব।
আর কেহ না শুনিবে আপনি শুনিব ॥"
এত বাক্য শুনি তবে শ্রীজীব গোঁসাঞি।
গুপ্ত স্থানে গিয়া তবে তাঁহারে শুধাই ॥
গোপতে কহিল গোসাঞি সব বিবরণ।
শুনিয়া শ্রীজীব-চাঁদের আনন্দিত মন ॥
শ্যামানন্দে কোলে করি শ্রীজীব-গোসাঞি।
কহিল বিক্রিত আজি হৈনু তব ঠাঁই ॥
তোমাতে করুণা পূর্ণ বৃষভানু-সুতা
তাঁহার একাজ তুমি জানিলে সর্ব্বথা।"
শ্যামানন্দ প্রণামিল শ্রীজীব-চরণে।
শ্রীজীব সদয় হৈয়া দিল প্রেমদানে ॥
শুনিয়া শ্রীজীব-চাঁদ তাঁরে নিষেধিলা।
"কারে না কহিবে এই তোমরে কহিলা।
একথা প্রকট তুমি কভু না করিবে।"
গুরু-কৃপা হৈল বলি লোকেরে কহিবে।

শ্রীজীব ললিতা কৃপা গোপত করিল।
গুরু-কৃপা—"শ্যামানন্দ" নাম" প্রকাশিল ॥
তিলকের নাম রাখিলেন 'শ্যামানন্দী"।
শ্যামানন্দ কহেন "তোমার প্রেমে হৈনু বন্দী ॥
এই তো নূপুর প্রাপ্তি তোমার কারণ।
নিজ মন্ত্র লভ্য শ্রীললিতা দরশন ॥"
শ্যামানন্দ গোসাঞির চরণ-কমল।
স্মরণ করিয়া কহি এই মাত্র বল ॥
শ্রীরূপ-মঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিল এক দশার আখ্যান ॥

ইতি— শ্রীশ্যামানন্দ-প্রকাশে
প্রথম দশা।

দ্বিতীয় দশা

জয় জয় জয় শ্যামানন্দের চরণ।
স্মরণ করিয়া গ্রন্থ করিব রচন ॥
শ্যামানন্দ-অঙ্গ দেখি কাঞ্চন-বরণ।
কপালে তিলক দেখি ভুবন-মোহন ॥
লোকে কহে "শ্রীজীব-কৃপায় শ্যামানন্দ নাম"
প্রকট হইলা সব বৃন্দাবন ধাম ॥
শ্রীহৃদয়ানন্দ-গোসাঞির সেবক ইঁহো হয়।
তাঁহারে ছাড়িয়া কৈল জীব-পদাশ্রয়।"
এই কথা কহে সর্ব্ব ব্রজ বাসীগণ
সকল বৈষ্ণব তবে করিল শ্রবণ।

শুনিয়া বৈষ্ণব সব বিচার করিল।
শ্রীজীব এমন কার্য্য কি বুঝিয়া কৈল।
কোন শাস্ত্রে কি আছয়ে এমন বিধান।
কেমনে লইল তবে গুরুর আসন॥
ইহোঁ সাধু সরস্বতী হয় কণ্ঠানন।
না বুঝিয়া জীব-চাঁদ করিলা এমন॥
বুঝিয়া করিলে কার্য্য কে তাহা জানিবে।
এ কথা বিচার হৈলে অবশ্য শুনিবে॥
কেহ কহে শ্রীজীবের এই কর্ম্ম নহে।

*

শ্রীজীবেরে শুধাইতে ভরসা না হয়।
লোকমুখে শুনি সবে বিচার করয়॥
ব্রজ হৈতে গৌড়ে কেহ বৈষ্ণব আইল।
হৃদয়ানন্দ-গোসাঞিরে সকল কহিল॥
দুখিনী কৃষ্ণদাস তোমার ছাড়িল চরণ
শ্রীজীব-গোসাঞির পদে লইল শরণ॥
নাম তার রাখিলেন 'শ্যামানন্দ দাস'
'শ্যামানন্দী' তিলক এক করিলা প্রকাশ॥"
এ কথা শুনি হৃদয়ানন্দ মহাক্রোধ হৈলা।
"আমার সেবকে শ্রীজীব-গোসাঞি লইলা॥
মহাপ্রভু, প্রভু হেন কর্ম্ম নাহি করে।
তাহা হৈতে বড় জীব হইলা সংসারে॥
(গুরু ছাড়ি গুরু করে না শুনি সংসারে) (অতিরিক্ত)
এ কথা বুঝিব প্রভুর ভক্তগণ লঞা।"
এত বলি নিজ ভক্তে আনে ডাকাইয়া।

"দশ পঞ্চ জনে মিলি যাহ বৃন্দাবনে।
দুখিনী কৃষ্ণদাসে বান্ধি আনহ এখানে ॥
সত্য মিথ্যা নিশ্চয় করিবে এই কথা।
'তহখিত' হৈলে বান্ধি আনিবে সর্ব্বথা ॥
তবে যদি জীব তারে রাখে ছাড়াইয়া।
তাহার হাওয়াল করি আসিবে চলিয়া ॥
আমার লিখন জীব-গোসাঞিরে দিবে।
দুখিনী কৃষ্ণদাস বার্ত্তা লিখিয়া আনিবে ॥
মূল গুরু ছাড়ি আরো গুরু যে করিল।
কৃষ্ণদাস যদি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ পাইল।
আমরাহ তবে গুরু করিব নিশ্চয়।
সবে যাঞা করিব জীব গোসাঞের আশ্রয় ॥
মহাপ্রভুর সঙ্গেতে যতেক ভক্তগণ।
তার মধ্যে নাহি শুনি এমন বচন ॥
অদ্বৈত আচার্য্য নিজপুত্রে তেয়াগিলা।
মহাপ্রভু—তারে নাহি সংগ্রহ করিলা ॥
সাধু গুরু কেহ অপরাধী হয়।
শাস্ত্র কহে কৃষ্ণ তারে কভু নাহি লয় ॥
কৃষ্ণস্থানে অপরাধী কেহ যদি হয়।
তাঁর ভক্তগণ তারে কেহ না ছোঁওয়।
মহাপ্রভু ছোট হরিদাসে তেয়াগিলা
সাধু না পাইয়া যমুনা ঝাঁপ দিলা ॥
মহাপ্রভুর ধর্ম্মের হয় এই রীত।
কখন না দেখি শুনি এসব চরিত ॥
শাস্ত্রে শুনিয়াছি আমি এই বিবরণ।
কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ গুরু করিবে তেজন ॥

আমি যদি অবৈষ্ণব গুরু তার হৈলা।
তবে ভাল হৈল কৃষ্ণদাস মোরে তেয়াগিলা ॥
সর্ব্ব বৈষ্ণব লঞা মুঞি বিচার করিব।
অবৈষ্ণব হৈলে জীবের শরণ লইব ॥
তোমরা সবে শীঘ্র চলি যাহ বৃন্দাবন।
আমারে আনিয়া দেহ শ্রীজীব লিখন ॥
সত্য মিথ্যা জানিব জীবের বাক্য শুনি।
সত্য হইলে গৌড়দেশে ভ্রমিয়া আপনি ॥
সব ভক্তগণে তবে আনিব ডাকিয়া।
বিচার করাব তবে বৃন্দাবনে গিয়া ॥
এত বলি ভক্তগণে বিদায় করিলা।
দশ পঞ্চ বৈরাগী যে বৃন্দাবনে গেলা ॥
কতদিনে ব্রজ তবে করিলা দরশন।
শ্রীজীব নিকটে দিলা গোঁসাঞির লিখন ॥
লিখন সম্মুখে রাখি প্রণাম করিলা।
শ্রীজীব বৈষ্ণবগণে আলিঙ্গন কৈলা ॥
শ্রীজীব সুধান "এই কাহার লিখন।"
শুনিয়া কহেন তবে সে বৈষ্ণবগণ ॥
"শ্রীহৃদয়ানন্দ গোঁসাঞির হয় এ লিখন।
অপরাধ ক্ষম মোর করিবে পঠন ॥"
শ্রীজীব কহেন "বৈস আসন উপরে।
স্নান করি সেবা ক্রিয়া করহ সত্বরে ॥"
ভক্তগণ কহে "প্রভু করিয়াছি স্নান।
ভোজন করেছি সবে দিবা সমাধান ॥"
"হস্ত পদ ধৌত করি বৈসহ আসনে।
মহাশয়ের লিখন তবে করিয়ে অবধানে ॥"

শ্রীজীবের আজ্ঞা পাঞা সব ভক্তগণে।
হস্ত পদ ধৌত করি বসিলা আসনে॥
লিখন করিয়া হাতে শ্রীজীব গোঁসাঞি।
মনে মনে পাঠ করি হাসেন তথাই॥
শ্রীজীব কহেন, "শুন সব ভক্তলোক।
আমি তাঁর কৃষ্ণদাসে না করি সেবক॥
আমি তাঁর প্রধান সেবক তুল্য নহি।
আমারে তাড়না করেন এত বাক্য কহি॥
শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতঠাকুর প্রভু হয় মোর।
তেঁহো ভৃত্য জ্ঞানে করিতেন সদা স্নেহ কোর॥
পণ্ডিতস্বরূপ আমি দেখি যে তাঁহারে।
মোরে ক্রোধ কৈলা প্রভু নাহিক নিস্তারে॥
তাঁর কৃপা হৈতে কৃষ্ণদাস ব্রজে আইলা।
শ্রীভাগবত শুনিতে মোর নিকটে রহিলা॥
তাঁহার সম্বন্ধে আমি নিকটে রাখিলা।
কৃষ্ণকথা শুনি চিত্ত নির্ম্মল করিলা॥
নির্ম্মল হৃদয়ে করে প্রেমের প্রকাশ।
দ্বিগুণ বাড়িল তার গুরুপদে আশ॥
কে কহে সেবক মোর হৈলা কৃষ্ণদাস।
তাহারে ডাকিয়া সবে আন মোর পাশ॥"
তবে ভক্তগণ কহে করি নিবেদন।
"ব্রজ হৈতে গেলেন বৈরাগী দুইজন॥
তাঁরা গিয়া হৃদয়ানন্দ নিকটে কহিলা।
"দুঃখিনী কৃষ্ণদাস তোমার চরণ ছাড়িলা॥
শ্রীজীব গোঁসাঞির তেঁহ কৈল পদাশ্রয়।
সব ব্রজবাসীজনে এই কথা কয়॥

"শ্যামানন্দী" বলিয়া সে তিলক আঁকিলা।
'শ্যামানন্দ দাস' তার নাম যে রাখিলা॥
এ কথা শুনিয়া গোঁসাঞি বিস্মিত হইলা।
সত্য মিথ্যা জানিবারে তোমারে লিখিলা॥"
এত শুনি শ্রীজীব কহেন তাঁরে বাণী।
"তোমার সাক্ষাতে সব ব্রজবাসী আনি।
সুধাহ সভারে তবে এই সব কথা।
সত্য হৈলে অপরাধী হইব সর্ব্বথা॥
এত শুনি ভক্তগণ করে নিবেদন।
সত্য করি জানি গোঁসাঞি তোমার বচন॥
সত্য মিথ্যা এই কথা শ্রীমুখে শুনিব।
তব আজ্ঞা লঞা গোঁসাঞিরে জানাইব॥"
এত শুনি কহে শ্রীজীব মধুর বচন।
"তোমারে কহিব আমি সব বিবরণ॥
শ্রীহৃদয়ানন্দের পাদপদ্ম কৃপা হৈতে।
'শ্যামানন্দ নাম' ইঁহো পাইল ব্রজেতে॥
তাঁর পাদপদ্ম চিহ্নি তিলক করিল।
শ্যামানন্দ নাম তাঁর আজ্ঞায় ধরিল॥
এক দিন আমি তারে জিজ্ঞাসা করিলা।
শ্যামানন্দ নাম এই কে তোমারে দিলা॥
তার কথা কহি আমি—শুন সাধুগণ।
রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জসেবা ভাগবত শ্রবণ॥
লক্ষ নাম রাত্রি দিনে করেন সাধন।
গোবিন্দ দর্শন আর সাধু দরশন॥
সদা সাধুসেবা করে প্রসাদ ভক্ষণ।

রাধাকৃষ্ণ নামগুণ করেন কীর্ত্তন।
রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা করেন স্মরণ ॥
একদিন কৃষ্ণদাস স্বপন দেখিলা।
স্বপন দেখিয়া মোরে সকল কহিলা ॥
রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জসেবা নিরবধি করে।
কুঞ্জে ঝাঁটি দেই রহে আমার মন্দিরে ॥
একদিন স্বপ্নে কুঞ্জে ঝাঁটি দিতেছিলা।
ইহারে গোঁসাঞি আসি দরশন দিলা ॥
তৃণাসন আনি তবে গোঁসাঞিরে দিলা।
তাহাতে বসিয়া তারে কিছু প্রশ্ন কৈলা ॥
"কি করহ কৃষ্ণদাস!" তাহারে সুধাই।
শ্যামানন্দ নিবেদন কৈল তাঁর ঠাঁই ॥
"ব্রজে বাস করি তোমা আজ্ঞা শিরে লঞা।
কুঞ্জসেবা করি তোমা পদ ধেয়াইঞা ॥"
এ বাক্য শুনিঞা গোঁসাঞি আনন্দিত হৈলা।
কহেন যে "কুঞ্জসেবা তোমারে মিলিলা ॥
ধন্য তুমি তোমার ভাগ্যের নাহি ওর।
তোমার সৌভাগ্যে সুখী হৈলা চিত্ত মোর ॥
রাধাকৃষ্ণ এই কুঞ্জে সদা বাস করে।
ব্রহ্মাদি দুর্ল্লভ সেবা মিলিলা তোমারে ॥
থাকি এই কুঞ্জে নিত্য করহ সেবন।
সেবিলে পাইবে রাধাকৃষ্ণের দরশন ॥
সেবা দেখি শ্যামাশ্যাম আনন্দ হইবে।
"শ্যামানন্দ" নাম ধরি তোমারে ডাকিবে ॥"
এই নাম কৃপা করি গোঁসাঞি চলিলা।
আশীর্ব্বাদ করি মাথে পদ তুলি দিলা ॥

তাতে পাদপদ্মচিহ্ন তিলক লইলা।
পরিক্রমা লাগি কুঞ্জ ভিতরে পশিলা॥
এই কথা কৃষ্ণদাস কহিল আমারে।
গোঁসাঞি কৃপাতে শ্যামানন্দ নাম তারে॥
সেই দিন হৈতে "শ্যামানন্দ" বলি ডাকি।
গোঁসাঞির যে আজ্ঞা তাহা ব্রহ্ম করি দেখি॥
পাঠান্তর—
(গোঁসাঞির আজ্ঞা কর্ম্ম করিয়া যে লিখি॥)
অনুভবে লোকে বলে আমি দিল নাম॥
প্রকট হইল সব বৃন্দাবন-ধাম॥
এত শুনি ভক্ত সব আনন্দিত হৈলা।
এই বার্ত্তা জীবচাঁদ লিখন লিখিলা॥
জীব কহে কৃষ্ণদাসে জিজ্ঞাসহ ভক্তগণ॥
এহার মুখেতে সব শুনিব এখন॥
কৃষ্ণদাসে সুধায় যতেক ভক্তগণ।
"শ্যামানন্দ" নাম তোমার হৈল কি কারণ॥
কে দিল তিলক তোমার মস্তক উপরে।
ইহার কারণ তুমি সব কহ মোরে॥
কৃষ্ণদাস প্রণাম করিল সব ভক্তগণে।
এ কথা কহেন তোঁহো আনন্দিত মনে॥
যেই দিন রাত্রে আমি স্বপন দেখিলা।
সে দিন গোঁসাঞি পদে নিবেদন কৈলা॥
গোঁসাঞি কহেন ঐছে বিচারে যে হয়।
সাক্ষাৎ সে গুরু আজ্ঞা ব্রহ্ম যেই হয়॥
পাঠান্তর—
(গোঁসাঞি কহিল মোরে, এই তো সময়।
সাক্ষাৎ গুরু ব্রহ্ম যেনো এই হয়॥)

এ কথা কহিয়া গোঁসাঞি বহু কৃপা কৈলা।
"শ্যামানন্দ" নাম ধরিয়া আমারে ডাকিলা॥
শ্রীহৃদয়ানন্দ পাদপদ্ম মোর মস্তকেতে।
পরশে তিলক হৈল দেখিল সাধুতে॥
শ্রীহৃদয়ানন্দপ্রভু হয় ঠাকুর হামারি।
তাঁর পাদপদ্মচিহ্ন মস্তকেতে ধরি॥
গুরু-আজ্ঞা আছে সাধুসঙ্গ যে করিতে।
মহাপ্রভুর ভক্তগণের সঙ্গেতে রহিতে॥
ব্রজে আসি গোঁসাঞির * চরণ দরশনে।
শ্রীভাগবত কৃষ্ণ-কথা শুনি অনুক্ষণে॥
শ্রীহৃদয়ানন্দ গোঁসাঞি বিনে মোর গতি নাই।
তাঁহার স্বরূপ করি জানিয়ে গোঁসাঞি * ॥
রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জ-সেবা করিয়াছি অভীষ্ট।
গোঁসাঞির চরণ-সেবা এই মোর নিষ্ঠ॥
শ্রীগোসাঞির সেবা আর সাধুর সেবন।
এই মোর প্রাপ্তি,—নিতি কুঞ্জ দরশন॥
শ্রীব্রজমণ্ডল...... গোবিন্দ দরশন।
তাহাতে ডুবিল মোর দেহ প্রাণ মন॥
রাসস্থলী কালিন্দী কদম্ব দরশন।
যমুনা দর্শনে শীতল হয় তনু মন॥
এই সব মহানন্দ শ্রীগুরুকৃপাতে।
হইল আমার লভ্য কহিল সাক্ষাতে॥
শ্রীহৃদয়ানন্দ প্রভুর রাতুল চরণ।
নিত্যধ্যান করি এই সাধন ভজন॥

* শ্রীজীবের।
* শ্রীজীবকে।

গুরুকৃপা সাধু আজ্ঞা করিয়া ধারণ।
এই সে কহিল প্রভু সকলি কারণ॥
অনুমানে অন্য লোক অন্যরূপ কহে।
আমার সহজ কথা এই সুনিশ্চয়ে॥
শুনিয়া সকল ভক্ত আনন্দিত হৈলা।
শ্রীশ্যামানন্দেরে তবে অলিঙ্গন কৈলা॥
শ্রীজীব-ঠাকুর করাইলা বৈষ্ণব-ভোজনে।
বিহানে বিদায় দিলা সব ভক্তগণে॥
শ্রীহৃদয়ানন্দ গোঁসাঞিরে লিখন পাঠাইলা।
বৃন্দাবন দেখি তাঁরা দেশেরে চলিলা॥
শ্রীশ্যামানন্দ গোঁসাঞির চরণকমল।
স্মরণ করিয়া বলি এই মোর বল॥
শ্রীরূপমঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিল দুই দশার আখ্যান।

ইতি শ্রীশ্যামানন্দ-প্রকাশে
দ্বিতীয় দশা।

তৃতীয় দশা

জয় জয় শ্যামানন্দ দেবের চরণ।
স্মরণ করিয়া গ্রন্থ করিনু রচন॥
তবে সেই ভক্তগণ পরিক্রমা কৈল।
শ্রীজীবের পত্র লঞা আনন্দে চলিল॥
তবে ভক্তগণ কত দিনেতে মিলিলা।
শ্রীজীবের পত্র আনি গোঁসাঞিরে * দিলা॥

* শ্রীহৃদয়ানন্দকে

পত্র পাঠ করি গোঁসাঞি মনে বিচারিলা ॥
শ্রীজীবের বাক্য কিছু কহিতে লাগিলা ॥
বঞ্চনা করিয়া জীব এই কথা কয়।
বুঝিতে না পারি তার কথার নিশ্চয় ॥
কবে আমি স্বপ্নে তারে * দরশন দিলা।
আমি নাহি জানি, সেই প্রমাণ হইলা ॥
"শ্যামানন্দ" নাম আমি না দিয়ে তাহারে।
আমি নাহি জানি, সেহ আচরণ করে ॥
গুরু-মুখোদ্দিত নাম, তিলক না মানে।
স্বপন দেখিয়া ভয়ে করে আচরণে ॥
স্বপন হইল সত্য প্রত্যক্ষ যে মিথ্যা
এই সব বাক্য যত প্রবঞ্চনা কথা ॥
স্বপনের কথা মিথ্যা কহে ত্রিভুবনে।
স্বপনকে সত্য করি কেহ নাহি মানে ॥
নিশ্চয় লঞাছে জীব আমার কৃষ্ণদাসে।
বঞ্চনা করিয়া মোরে লিখিলা তরাসে ॥
সর্ব্ব-ভক্তগণ লঞা বৃন্দাবনে যাব।
সাধুর সমাজ করি পরীক্ষা করিব ॥
তবে তো ঘুচিবে মোর হৃদয়ের ব্যাথা।
চল সবে বৃন্দাবনে যাইব সর্ব্বথা।
এত বলি গৌড়েতে চলিলা ক্রোধভরে।
সকল মোহান্তগণ আনিবার তরে ॥
গোঁসাঞি জিজ্ঞাসা কৈল নিজ ভৃত্যগণে।
"কেমন তিলক তার দেখিলে নয়নে।"

* শ্যামানন্দকে।

তারা কহে "হরিমন্দির মধ্যেতে বিন্দু হয়।
এমন তিলক তার দেখিল নিশ্চয় ॥"
আপন তিলক জীব দিয়াছেন তারে।
দোষ এড়াবার তরে মধ্যে বিন্দু ধরে ॥
শ্রীরাধাবল্লবী সেই তিলকের নাম।
ইহাতে জানিল তার উপাসনা ধাম ॥
নিশ্চয় জানিল—হৈল জীবের আশ্রয়।
এই কথা সত্য হয়, আর কিছু নয় ॥"
তবে গিয়া গৌড়দেশে প্রবেশ করিল।
সকল মহান্তগণে এ কথা কহিল ॥
"সভে মিলি কৃপা করি চল বৃন্দাবন।
কৃষ্ণদাস বধিলেক আমার জীবন ॥
না গেলে সভার আগে জীবন ত্যজিব।
আর নাহি মুখ আমি কাহারে দেখাবো ॥
ব্রজ দরশন কর, আর যে কারণ।
আনুসঙ্গে এই কথা করিবে কথন ॥"
এত শুনি চলিলা যতেক মহান্ত।
শ্রীজীবের সঙ্গে কথা কহি করিতে সিদ্ধান্ত ॥
(দ্বাদশ গোপাল আর চৌষট্টি মহান্ত।
সবে মিলি চলিলেন করিতে সিদ্ধান্ত ॥)
কেহ বা মহান্ত কারো অধিকারী গেলা।
এক যুক্তি হঞা সবে ব্রজেতে চলিলা ॥
গৌরীদাস ঠাকুরের পাটেতে * আইলা।
তাঁহার অধিকারীরে লইয়া চলিলা ॥

* কালনাতে।

কতদিন পথ মধ্যে করিয়া গমন।
সকল মহান্তগণ আইলা বৃন্দাবন॥
বৃন্দাবনে আইলা সভে যমুনার তীরে।
সভে মিলি উত্তরিলা ধীর সমিরে॥
যমুনায় করি স্নান রসুই ভোজন।
যমুনার তীরে করে নাম-সংকীর্ত্তন॥
এক ভক্ত পাঠাইয়া সমাচার দিলা।
শ্রীজীবে আনিতে আর ভক্ত পাঠাইলা।
আসিয়া শ্রীজীব চাঁদ অষ্টাঙ্গ হঞা।
সভারে প্রণাম কৈল আনন্দিত হঞা॥
সকল মহান্ত উঠি আলিঙ্গন কৈলা।
কেহোঁ ভৃত্য তার তারে আশীর্ব্বাদ দিলা॥
"কি ভাগ্য আমার আজি হয় শুভ দিন।
সাধু দরশন পাইনু মুঞি দীন হীন॥"
আগ্রহ করিয়া তাঁরে (শ্রীজীবে) বসাইলা আসনে।
শুভবার্ত্তা জিজ্ঞাসেন সব সাধুগণে॥
শ্রীজীব কহেন সব আনন্দ লহরি।
ব্রজের যে শুভবার্ত্তা তাহা কি কহিতে পারি॥
(রাধাকৃষ্ণ বিলাস করেন যেই স্থান।
সর্ব্বানন্দময় সর্ব্ব ভক্তের বিশ্রাম॥
সর্ব্বভক্ত আপনে গোবিন্দ গোপীনাথ।
গৌড়ীয়া উড়িয়া ভক্ত সহ প্রাণনাথ॥)
শ্যামানন্দ গোঁসাঞি আইলা সেই স্থানে।
শ্রীগুরুকে প্রণমে, আর সব সাধুগণে॥
শ্রীহৃদয়ানন্দ গোঁসাঞি বলেন তবে তাঁরে।
দুখিনী কৃষ্ণদাস প্রণাম করে কারে ?

কৃষ্ণদাস কহে "প্রভু তোমার চরণে।
আর যত বসিয়া আছেন সাধুগণে ॥"
"আমার তিলক নাম সম্বন্ধ তোমার।
কি সম্বন্ধে সাধু জনে দণ্ডবৎ কর ॥"
কৃষ্ণদাস কহে "প্রভু তোমার কৃপা হৈতে।
শ্যামানন্দ নাম যে তিলক ধরি মাথে ॥"
গোঁসাঞি কহেন "শুন মিথ্যা যে স্বপন।
আমি নাহি জানি তুমি কর আচরণ ॥
আর কোন স্থানে তুমি সেবক হইলা।
বঞ্চনা করিয়া মোরে লিখন লিখিলা ॥"
শ্যামানন্দ কহে "প্রভু বঞ্চনা না হয়।
লিখনের কথা সত্য জানিহ নিশ্চয় ॥"
গোসাঞি কহেন তোমার তিলক ধুইব।
ধুইলে তিলক যদি পুনর্ব্বার হব ॥
শ্যামানন্দ নাম অঙ্গে লিখিয়া মুছিব।
সেই স্থানে নাম যদি পুনর্ব্বার হব ॥
তবে মোর কৃপা সত্য নিশ্চয় জানিব।
নহিলে সমাজ হইতে বাহির করিব ॥"
এতেক শুনিয়া গোসাঞি আজ্ঞা মাগিলা ॥
উঠিয়া শ্রীগুরুপদে প্রণাম করিলা ॥
"এ নাম-তিলক সাধু-মাঝে দেখাইব।
এ সত্য নহিলে আমি অপরাধী হৈব ॥"
শ্রীব্রজমণ্ডলে যত মহান্ত আছিলা।
গোসাঞি সভারে আনি সমাজ করিলা ॥
শ্রীবৃন্দাবনে কল্পতরু রাসস্থলী স্থানে।
সভাকরি বসিলেন মহান্তবর্গ-গণে ॥

তবে দুখিনী কৃষ্ণদাসে তাহাঁই আনিলা।
ভূমেতে পড়িয়া গোঁসাঞিঃ অষ্টাঙ্গ হইলা॥
দুঃখিনী কৃষ্ণদাসে সব মহান্ত জিজ্ঞাসিলা।
"কাহার সেবক তুমি নাম কোথা পাইলা॥"

এত শুনি কহেন দুখিনী কৃষ্ণদাস।
"শ্রীহৃদয়ানন্দ-প্রভু মোর, ভৃত্য নামাভাষ॥"

"শুন কৃষ্ণদাস তুমি সভার বচন।
স্বপনের কথা সত্য না হয় কখন॥
অপরাধী হৈলে স্থান কোথাহ না পাবে।
এই অপরাধে কভু মুক্ত না হইবে॥
হরি রুষ্ট গুরু দেব করয়ে নিস্তার।
গুরু রুষ্ট হইলে কেহ নারে রাখিবার॥

ইতি শ্লোক—

হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা, গুরু রুষ্টে রৌ ন কশ্চন।

* * * *

এখনহ সত্য তুমি কহ সবাকারে।
সবাই মিলিয়া তোমায় করিব নিস্তারে॥
এ সাধু-সমাজে মিথ্যা না কহিও বচন।
নিশ্চয় করিবে তুমি নরকে গমন॥

যতদিন চন্দ্র-সূর্য্য করিবে উদয়।
ততদিন নরকেতে থাকিবে নিশ্চয়॥

শ্রীভাগবতে আছে ব্যাসের বচন।
ভাগবত * * * না হয় কদাচন॥

কোন ঠাঁই সেবক হঞা থাক যদি গুপ্তে।
ভয় ছাড়ি সে কথা কহ সভার মাঝেতে॥

তোমার অপরাধ যত করিব মোচন।
এই সত্য মান তুমি সাধুর বচন॥
স্বপনের কৃপা সত্য কভু না হইবে।
পরীক্ষা করিলে সাধু-সমাজে ঠেকিবে॥
গোঁসাঞের সাক্ষাত তিলক কৃপা নাম।
এহা নাম নিলে তোমার হইবে ভণ্ডাম॥"
এত বাক্য শুনিয়া দুখিনী কৃষ্ণদাস।
সকল মহান্তগণে কহেন বিশ্বাস॥
"যদি কৃপা সত্য নহে অন্তরে জানিব।
দণ্ড দুই রহ, আমি বুঝিয়া কহিব॥"
এত বাক্য কহি তবে দেব শ্যামানন্দ।
ধ্যানেতে বসিলা প্রভু হইঞা আনন্দ॥
ললিতার কৃপা-মন্ত্র হৃদয়ে জপিলা।
শ্রীরাধিকার লক্ষণ তবে হৃদয়ে হইলা॥
রাগময় চিত্ত হয়, রাগাত্মিকা হইলা।
আত্মা মন প্রাণ বুদ্ধি সিদ্ধে প্রবেশিলা॥
শ্রীরাধার মন্দিরে সিদ্ধদেহে প্রবেশিলা।
বাহির দ্বারেতে বসি কান্দিতে লাগিলা॥
শ্রীরাধিকার সখীগণ দেখিয়ে তাহারে।
শুধাইল নাম ধাম—কাঁদ কেন দ্বারে॥
শুনিয়া গোঁসাঞি তা-সভারে প্রণমিয়া।
কহে নাম ধাম আপনার বিবরিয়া॥
"কনক-মঞ্জরী নাম হঙ ব্রজবাসী।
ললিতার পালিত মুঞি হঙ তাঁর দাসী॥

রাত্রি-দিন ঠাকুরাণী সঙ্গেতে রাখিলা।
গৃহেতে যাইতে স্বামী মারিতে আইলা ॥
এবে প্রাণ লঞা মুঞি আইনু পলাইয়া।
কহ গিয়া—প্রাণ রাখ দরশন দিয়া ॥”
এত বলি পুনঃ প্রণমিয়া সখীগণে।
ব্যাকুল হইয়া কান্দে অঝোর নয়নে ॥
সখীগণ কহিলেন ললিতার কাছে।
কান্দিয়া ব্যাকুল তোমার এক দাসী আসিয়াছে ॥
তোমার গৃহে নিরবধি সেইতো রহিলা।
গৃহে যাইতে স্বামী তার মারিতে ধাইলা ॥
ললিতা কহেন ডাকি আন একজন।
আমি এথা করিতেছি তাম্বূল সেবন ॥
তবে এক সখী তাঁরে ডাকিয়া আনিল।
রাধিকার পদযুগ দরশন কৈল ॥
পালঙ্কে বসিয়া রাই—পান খান রঙ্গে।
ললিতা তাম্বূল সেবা করে নানা ভঙ্গে ॥
শ্রীরূপ-মঞ্জরী করেন চরণ সেবন।
চম্পক লতিকা করে চামর ব্যজন ॥
কনকমঞ্জরী তা দেখি প্রেমেতে ভাসিলা।
অষ্টাঙ্গ হইয়া পদতলেতে পড়িলা ॥
ঠাকুরাণীর আজ্ঞা হইল তাহারে তুলিতে।
উঠাঞা ললিতা তারে করিলা কোলেতে ॥
ললিতার পদধরি কান্দিতে লাগিলা।
স্নেহ করি শ্রীরাধিকা নিকটে ডাকিলা ॥
নিজ পাদপদ্ম তুলি দিল তার মাথে।
শ্রীরূপ-মঞ্জরী পদে পড়িলা মূর্চ্ছিতে ॥

শ্রীরূপমঞ্জরী তবে কোলেতে করিয়া।
রাই-পাদ-পদ্মতলে-দিলা ফেলাইয়া॥
কৃপা কর ঠাকুরাণী হঙ তোমার দাসী।
ওরাঙা চরণতলে রাখহ আশ্বাসি॥
তবে রাই জিজ্ঞাসিল কহ বিবরণ।
কি লাগি রোদন কর হঞা অচেতন।
কি নাম তোমার কহ হও কার দাসী।
কে তোমার মাতা পিতা কোন্ গ্রামবাসী॥
শুনি কহে মোর নাম কনকমঞ্জরী।
তব পাদপদ্ম রেণু মনে আশা করি॥
তোমার দাসীর দাসী হঙ ব্রজবাসী।
শ্রীরূপ-মঞ্জরী পাদপদ্মে হঙ দাসী॥
এহার পালক ··· দাসী এহো মাতা পিতা।
এহো মোর স্বামী হন প্রেম-ভক্তি-দাতা॥
এহার কৃপাতে পাইনু ললিতা দরশন।
ললিতার কৃপাতে তব পাইনু শ্রীচরণ॥
রোদনের হেতু এবে শুন প্রাণেশ্বরী।
তোমার চরণে—সত্য নিবেদন করি॥
শ্রীহৃদয়ানন্দ গোঁসাঞের ভৃত্য আমি হঙ।
তাঁর কৃপা-মন্ত্র তিলক যে বহঙ॥
তাঁর কৃপা আজ্ঞায় ব্রজে মুঞিও আইলা।
আসিয়া শ্রীজীব গোসাঞি নিকটে রহিলা॥
শ্রীজীব গোসাঞি মোরে বহু কৃপা কৈল।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণলীলা সব জানাইল॥
তোমার চরিত্র-লীলা অমৃতের সিন্ধু।
তাহাতে ডুবিল মন পাঞা একবিন্দু॥

তৃষ্ণায় আকুল মন ব্যাকুল হইলা।
শ্রীজীব সে সুধা পান মোরে করাইলা ॥
তোমার চরণ প্রাপ্তি উপদেশ দিলা।
শ্রীরূপমঞ্জরীপদে মোরে সমর্পিলা ॥
তব পাদপদ্ম সেবা মকরন্দ আশে।
কুঞ্জসেবা করয়ে দুখিনী কৃষ্ণদাসে ॥
অধম পতিত মুঞি মোরে কৃপা কৈলা।
শ্রীচরণের নূপুর রাখিতে আজ্ঞা দিলা ॥
নূপুর আনিতে ললিতারে পাঠাইলা।
তিহেঁ। কৃপা করি মোরে দরশন দিলা ॥
নূপুর পাইয়া মনে আনন্দিত হৈলা।
কৃপা করি নূপুর কপালে ছোঁয়াইলা ॥
শ্রীরাধিকার পদচিহ্ন থাকু তোর মাথে।
ইহা বলিয়া নূপুর দিলা কপালেতে ॥
নূপুর পরশে মাথে তিলক হইলা।
শ্যামানন্দ নাম মোর তখনি রাখিলা ॥
"আমার শ্যামার আজি হইল আনন্দ।
আজি হৈতে তোর নাম হউ শ্যামানন্দ ॥"
কহিলেন—"মাগ বর যে মাগিবে দিব।"
এত শুনি কহিলাম "বুঝিয়া মাগিব ॥"
এক অভিলাষ মোর অন্তরে আছয়।
তাই পূর্ণ কর, যদি মোরে কৃপা হয় ॥
তব দাসী হঞা রাধাকৃষ্ণ যে সেবিবা।
এই বর মাগি, ঠাকুরাণী মোরে দিবা ॥
সদয় হইয়া মোরে এই বর দিলা।
কৃপা করি এই মোরে নিষেধ করিলা ॥

"জীব বিনে এই কথা কারে না কহিবে।
অন্যত্র কহিলে তুমি পরাণ হারাবে॥"
এতাবধি তুব কৃপা কারে না কহিয়ে।
তব নাম পদচিহ্ন তিলক বহিয়ে॥
তব নাম পদচিহ্ন গোঁসাঞিও দেখিলা।
অবিশ্বাস কৈলা মনে—আমারে ছাড়িলা॥
এ কথা জানিতে মোরে প্রভু জিজ্ঞাসিলা—
"কাহার সেবক, নাম, তিলক কে দিলা॥"
গোঁসাঞিরে কহিলাম "সেবক তোমার।
তুমি দিলে এই নাম, তিলক আমার॥
ব্রজে বাস করি কুঞ্জসেবায় রহিলা।
স্বপ্নে আসি দরশন মোরে প্রভু দিলা॥
তোমায় দেখিয়া আমি প্রণাম করিলা।
আশীর্ব্বাদ করি মোরে বার্ত্তা জিজ্ঞাসিলা॥
কি কার্য্য করহ তুমি সাধন ভজন।
মোরে কেন নাহি যাহ করিতে দরশন॥"
এত শুনি কহিলাম প্রভুর চরণে।
কুঞ্জসেবা করি এই থাকি বৃন্দাবনে॥
তব পাদপদ্ম ধ্যান সাধন স্মরণ।
কৃষ্ণনাম অনুক্ষণ করিয়ে গায়ন॥
এ বাক্য শুনিয়া প্রভু আনন্দিত হৈলা।
কহেন এই কুঞ্জসেবা তোমারে মিলিলা॥
থাক তুমি কুঞ্জে এই করহ সেবন।
সেবিলে পাইবে রাধাকৃষ্ণের চরণ॥
সেবা দেখি শ্যামা শ্যাম আনন্দ পাইবে।
সেই দিন কৃপা করি দরশন দিবে॥

আজি হৈতে তোমার নাম হউক "শ্যামানন্দ"।
তোমার নাম শুনি হবে সভার আনন্দ ॥
এই নাম কৃপা করি গোঁসাঞিঃ রাখিলা।
আশীর্ব্বাদ করি মাথে পদ তুলি দিলা ॥
পরিক্রমা করি কুঞ্জ ভিতরে বসিলা।
তব পাদপদ্ম মোর তিলক হইলা ॥
এই কথা আমি কহিলাম গোঁসাঞিরে।
সত্য না মানেন ক্রোধ করেন আমারে ॥
কহেন "সাক্ষাৎ নাম তিলক না মানিলা।
স্বপ্ন দেখিয়া তুমি আচরণ কৈলা ॥
স্বপ্ন দেখিলেহ তুমি, আমি নাহি জানি।
স্বপনের কথা সত্য করিয়া না মানি ॥
আমার সেবক যদি ধর মোর চিহ্ন।
'কৃষ্ণদাস' নাম বিনু না কহিহ অন্য ॥"
এত শুনি কহিলাঙ গোঁসাঞির পায়।
"তোমার তিলক—মুছ এই দায় ॥"
গোঁসাঞি কহেন "তোমার তিলক ধুইব।
ধুইলে তিলক যদি পুনর্ব্বার হব ॥
'শ্যামানন্দ' নাম তব লিখিয়া মুছিব।
সেই স্থানে নাম যদি পুনর্ব্বার হব ॥
তবে মোর কৃপা সত্য নিশ্চয় জানিব।
'শ্যামানন্দ' নাম তোমার সত্য যে হইব ॥

পাঠান্তর—

(নহিলে সমাজ হৈতে বাহির করিব ॥)
এই শুনি গোঁসাঞির আজ্ঞা মাগি নিল।
উঠিয়া গোঁসাঞি পায়ে প্রণাম করিল ॥

এ নাম তিলক সাধু-সমাজে দেখাইব।
সত্য না হইলে মুঞি পরাণ ত্যজিব॥
গৌড়দেশে, ব্রজে যত মহান্ত আছিলা।
গোঁসাঞি সভারে আনি সমাজ করিলা॥
বৃন্দাবনে কল্পকুঞ্জ রাসস্থলি স্থানে।
সভাই বসিলা আসি মহান্তের গণে॥
আমারে আনিলা তাহা পরীক্ষা করাইতে।
কহিতে লাগিলা যত মহান্তবর্গেতে॥
"শুন কৃষ্ণদাস তুমি সভার বচন।
স্বপনের কথা সত্য না হবে কখন॥
অপরাধী হৈলে স্থান কোথাও না পাবে।
এই অপরাধে মুক্ত কভু না হইবে॥
এখনহ সত্য কহ সভার ভিতরে।
সভাই মিলিয়া তোমা করিব নিস্তারে॥
এ সাধু-সমাজে মিথ্যা কহিলে বচন।
নিশ্চয় করিবে তুমি নরকে গমন॥
কৃপাসিন্ধু হৈলে তুমি পাইবে নিস্তার।
নহিলে তোমার গতি নাহি দেখি আর॥"
এত শুনি কহিলাঙ সর্ব্ব সাধুগণে।
"এই কৃপা সত্য প্রভু এ নহে স্বপনে॥
যদি কৃপা সত্য নহে অন্তরে জানিব।
দণ্ড দুই রহ সভে বুঝিয়া কহিব॥
এই বাক্য কহি তব পাদপদ্ম ধ্যানে।
মোর মন প্রাণ আইল তোমার চরণে॥
বহু জন্ম ভাগ্যে মোর সাধন আছিল।
তব পাদপদ্ম মুঞি দরশন কৈল॥

মুঞি মূঢ় অধম পতিত দুরাচারি।
তোমার চরণ-ধ্যানে ভবসিন্ধু তরি॥
কৃপা কর ঠাকুরাণী দেহ পদছায়া।
নিজ দাসী করিয়া করহ মোরে দয়া॥
গুরুর চরণ পাই, তোমার চরণ।
মহান্ত-সমাজে মোরে কর উদ্ধারণ॥
রোদনের হেতু আর মনের বাঞ্ছিত।
দুই কথা তব পায় কৈল নিবেদিত॥"
ললিতা কহেন "কৃপা কর ঠাকুরাণী।
তোমার চরণে দাসী হউ আমি জানি॥"
শ্রীরূপমঞ্জরী কহে "তব পাল্য দাসী।
ও রাঙা চরণতলে রাখহ আশ্বাসি॥
কনকমঞ্জরী হাতে ললিতা ধরিয়া।
রাধার চরণতলে দিলেন ফেলিয়া॥
কনকমঞ্জরী তবে প্রণাম করিলা।
রাই কৃপা করি মাথে পদ তুলি দিলা॥
তবে রাই সুবল চাঁদে ডাকায়ে আনিলা
ডাকিয়া সকল কথা তাহারে কহিলা॥
—"তোমার দাসের দাস নাম কৃষ্ণদাস।
সে মোর চরণ তরে কৈলা এত আশ॥
মোর কুঞ্জ সেবা করি রহে অনুক্ষণ।
আত্মা, প্রাণ, মন মোরে করেছে অর্পণ
তাহারে লইনু মুঞি তব আজ্ঞা পাই।"
সুবল বলেন—"মোর ভাগ্য হইল রাই॥

* সুবল—গৌরলীলায় শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত

তব পদে দাসী হৈলা মোর ভৃত্যগণে।
আমি বাঞ্ছি দাসী হৈতে তোমার চরণে ॥"
এ বাক্য শুনিয়া রাই আনন্দিতা হৈলা।
সুবলের পায় শ্যামানন্দে ফেলি দিলা ॥
চরণে ধরিয়া শ্যামানন্দ প্রণমিলা।
সুবলচন্দ্র কোলে করি আশীর্ব্বাদ কৈলা ॥
"ভাগ্যবতী হও তুমি, রাই-প্রিয় দাসী।
লভিলে দ্বন্দ প্রেম সেবা-সুখ-রাশি ॥"
রাই কহেন "সুবল, তিলক তুমি দিবে।
মহান্ত-সমাজে এই পরীক্ষা করিবে ॥
'শ্যামানন্দ' নাম ইহার বক্ষে লিখি দেহ।
মহান্তে কহিবে এহ তোমার কৃপা বহে (?) ॥
মোর পদচিহ্ন তিলক শ্যামানন্দ নাম।
ভুবনে প্রচার যেন হয় বিদ্যমান ॥"
শুনিয়া সুবলচাঁদ আনন্দিত হৈল।
শ্যামানন্দের কপালেতে তিলক রচিল ॥
শ্রীরাধাবল্লভী এই তিলক যে দিল।
রাধাপদাঙ্কিত মাঝে বিন্দু প্রকাশিল ॥
"শ্যামানন্দ' নাম তার হৃদয়ে লিখিলা।
'মোর কৃপা হয়', বলি বলিতে কহিলা ॥
কহিবে, "আমার গুরু-স্বরূপ ধরিয়া।
পণ্ডিতঠাকুর মোরে কৃপা কৈলেন আসিয়া ॥
মহান্ত-সমাজে মোরে স্মরণ করিবে।
তবে ত তিলক নাম অঙ্গে প্রকাশিবে ॥
এত শুনি শ্যামানন্দ অষ্টাঙ্গ হইলা।
সুবল শ্রীপদ, তার মাথে তুলি দিলা ॥

তবে নিজ পদ দিয়ে আশীর্ব্বাদ কৈলা।
সেই স্থান হৈতে দোঁহে বিদায় করিলা ॥
পুনর্ব্বার প্রণাম করিলা শ্যামানন্দ।
পড়িলা রাধার পায়ে হইলা আনন্দ ॥
ললিতা বিশাখাদি যত সখীগণে।
প্রণাম করিল গিয়া সভার চরণে ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী পদে প্রণাম করিলা।
তাহার যতেক দাসী সভে প্রণমিলা ॥
সভারে প্রণাম করি রাই কাছে আইলা।
দুই কর জুড়ি তাঁর মুখ নিরখিলা ॥
নিরীক্ষণ করিতে ভাসিল প্রেমজলে।
বার বার বহে লোর নয়নকমলে ॥
শ্রীকনকমঞ্জরী কহে বিনয় বচন।
রাতুল চরণে রাখ মোর তনু-প্রাণ-মন ॥
এত শুনি প্রেমময়ী প্রবোধ করিলা।
"পাইবে আমারে তুমি নিশ্চয় কহিলা ॥
রসিক মুরারি সঙ্গে উড়িষ্যামণ্ডলে।
প্রবোধ করিয়া তুমি আসিবে অল্পকালে ॥"
এক সখী আগে আগে কতদূর আইলা।
তারে পথ দেখাইয়া সখী ফিরি গেলা ॥
এথা বৃন্দাবনে সব মহান্ত দেখিলা।
শ্যামানন্দ দেহেতে প্রাণ ছাড়ি গেলা ॥
দেখিয়া মহান্ত সব বিস্ময় হইলা।
ব্রজেতে আসিয়া মোরা কি কার্য্য করিলা ॥
সকল মহান্তগণ বিকল হইলা।
দন্দোজ বিয়াধি যেন হৃদয়ে জন্মিলা ॥

হায় হায় করি সবে মহান্তের গণ।
অপরাধ ভয় চিত্ত করেন রোদন॥
গড়াগড়ি কুঞ্জমাঝে পড়িয়া রহিলা।
শ্রীজীব দেখিয়া সভায় প্রবোধ করিলা॥
প্রবোধ বচনে শ্রীজীব কহিতে লাগিলা।
কহিলেন সভে কর নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
এখনি আসিবে শ্যামানন্দের জীবন॥
শ্রীজীব জানেন শ্যামানন্দের অন্তরে।
জানিয়া কহিল কথা মহান্ত সভারে॥
তবে সভে মিলি করে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন।
"গোবিন্দ শ্যামসুন্দর কমল-লোচন॥"
কতক্ষণে শ্যামানন্দ দেহে প্রবেশিল।
শ্রীহৃদয়ানন্দ বলিয়া উঠিয়া বসিল॥
দেখিয়া মোহান্তগণ হরিধ্বনি কৈলা।
শ্যামানন্দ দেহে আসি প্রকাশ হইলা।
শ্যামানন্দে জিজ্ঞাসিল মহান্তসকল।
"কি বাক্য তোমার, কহ শুনি বিবরণ।"
শ্যামানন্দ কহেন "সভে সেই কথা শুন॥
শ্রীপণ্ডিত ঠাকুর কৃপা করেছেন সর্ব্বথা।
পূর্ব্বে কহিয়াছি যাহা এবে সেই কথা॥
গোসাঞি-স্বরূপ হঞা দরশন দিলা।
শ্রীগৌরদাস পণ্ডিত ঠাকুর দয়া কৈলা॥
যদি আমি তাঁহার চরণে ভৃত্য হব।
'এনাম' 'তিলক' তবে প্রত্যক্ষে দেখাইব॥"
এবাক্য শুনিয়া তবে মহান্ত সকল।
শ্যামানন্দের মাথাতে তিলক লিখিল॥

হরি-পদাঙ্কিত করি মাঝে বিন্দু দিলা।
শ্যামানন্দ নাম তার বক্ষেতে লিখিলা ॥
মহান্ত-সমাজে আনি তারে উভা (?) কৈল।
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নাম সভে সঙরিল ॥
সকল মহান্ত বর মাগে প্রভুর স্থানে।
যদি তব কৃপা সত্য, রাখ ভক্তমানে ॥
তবেতো মহান্তগণ কহিল গোঁসাঞিরে।*
তিলক মুছহ তুমি ধৌত করি নীরে ॥
শ্রীহৃদয়ানন্দ গোঁসাঞি চিন্তিত হইয়া ।।
তিলক ধুইতে আইলা হাতে ঝারি লঞা ।।
শ্যামানন্দ ডাকে অতি আনন্দ হইয়া।
"গৌরীদাস পণ্ডিত প্রভু রাখহ আসিয়া ।।"
তবে শ্রীহৃদয়ানন্দ শ্যামানন্দ মাথে।
জল দিয়া ধোয়াইল সকল কপালেতে ।।
বক্ষেতে ধুইল "শ্যামানন্দ" নামাক্ষর।
গোঁসাঞি বসিলা গিয়া মহান্ত ভিতর ।।
শ্যামানন্দ গোঁসাঞি ডাকিল উচ্চৈস্বরে।
"শ্রীললিতা ঠকুরাণী আসি রক্ষা কর মোরে
এত বলি ডাকিতে ঠাকুর শ্যামানন্দ।
তিলক হইল মাথে, মাঝে তার বিন্দু ।।
'শ্যামানন্দ' নামাক্ষর হইল হৃদি মাঝে।
দেখিতে লাগিল সব মহান্ত-সমাজে ।।
যে মতি তিলক ছিল সে মতি হইলা।
"শ্যামানন্দ"—নামাক্ষর হৃদে প্রকাশিলা ।।

* শ্রীহৃদয়ানন্দকে

নিরীক্ষণ করি সব মহান্ত দেখিলা।
সে নাম তিলকবিন্দু উজ্জ্বল হইলা॥
শ্রীহৃদয়ানন্দ গোঁসাঞি তিলক নাম দেখি।
লজ্জাতে আকুল হঞা হইল অধোমুখি॥
সকল মহান্ত উঠিল হরিধ্বনি করি।
আনন্দ হইয়া শ্যামানন্দ-করে ধরি॥
কেহ কোলে করি চুম্ব খায় তার মুখে।
কেহ 'শ্যামানন্দ' বলি উচ্চস্বরে ডাকে॥
কেহ বলে এই আজি অপূর্ব্ব দেখিল।
স্বপনের কথা প্রমাণ সাক্ষাতে হইল॥
কেহ বলে সুবলচাঁদের এই ভঙ্গি।
কৃপা করি শ্যামানন্দে করিতে আত্মসঙ্গী॥
কেহ বলে শ্যামাপদচিহ্ন কপালেতে।
শ্যামার আনন্দ, "শ্যামানন্দ" নাম তাতে॥
এত দেখি শ্যামানন্দ অষ্টাঙ্গ হৈলা।
সকল মহান্ত পদে প্রণাম করিলা॥
তবে শ্রীহৃদয়ানন্দ গোঁসাঞির পদে।
প্রণাম করিলা বহু করিয়া আহ্লাদে॥
তবে গোঁসাঞি করি কোলে গলায় ধরিয়া।
মুখ চুম্বে বার বার আনন্দিত হৈঞা॥
বহু আশীর্ব্বাদ করি প্রাণাধিক কৈল।
নিজ প্রাণতুল্য করি সঙ্গেই রাখিল॥
সকল মহান্তগণ পুনঃ স্নান কৈলা।
রসুই করিয়া কৃষ্ণে নিবেদন কৈলা॥
শ্রীজীব গোঁসাঞি কাছে শ্যামানন্দ আইলা।
অষ্টাঙ্গ হইয়া তাঁরে প্রণাম করিলা॥

শ্রীজীব চুম খাইয়া কোলেতে করিল।
কহে আমি "দেহ প্রাণ তোমারে সমর্পিল॥
তুমি ভক্ত নহ হও প্রাণ সম।
তোমার প্রেমেতে বন্দী হইল জীবন॥"
এত বলি পাঠাইল গোঁসাঞির স্থানে।
তার কাছে থাক তুমি চরণ সেবনে॥
শ্রীশ্যামানন্দ গোঁসাঞির চরণকমল।
স্মরণ করিয়া কহি এই মোর বল॥
শ্রীরূপমঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিল তিন দশার আখ্যান॥
ইতি শ্রীশ্যামানন্দ-প্রকাশে তৃতীয় দশা।

চতুর্থ দশা।

জয় জয় শ্যামানন্দদেবের চরণ।
স্মরণ করিয়া গ্রন্থ করিব রচন॥

(অতিরিক্ত পাঠ—
মনদিয়া শুন কিছু গ্রন্থের রচন॥)

তার পরদিনে সব মহান্ত উঠিলা।
ব্রজপরিক্রমায় সভাই চলিলা॥
শ্রীহৃদয়ানন্দ গোঁসাঞির সঙ্গে শ্যামানন্দ
পরিক্রমায় চলিলেন সভাই আনন্দ॥
দ্বাদশবন আর যত উপবন।
আর যত কুঞ্জ সব করে দরশন॥

একদিন 'সঙ্কেতেতে' রাস হঞাছিলা।
দর্শন করিতে সব মহান্ত আইলা॥
রাধাকৃষ্ণ লীলা করেন সখীগণ লঞা।
মধুর গায়ন করেন প্রেমে মত্ত হঞা॥
নানাবিধ নৃত্য করে নানাবিধগণ।
নানাবিধ যন্ত্র বাজে অতি অনুপম॥
দেখিয়া মহান্তগণ আনন্দিত হৈলা।
শ্যামানন্দ গোঁসাঞি তবে মূর্চ্ছিত হইলা॥
"রাধাকৃষ্ণ" বলি কুঞ্জে গড়াগড়ি যান।
প্রেমেতে ভাসিল সব নয়ান বয়ান॥
উঠিয়া গোঁসাঞি ভাব প্রকাশ করিলা।
মাথে বস্ত্র দিয়া তাহাঁ নাচিতে লাগিলা॥
'রাধাকৃষ্ণ' নাম মুখে করেন গায়ন।
নাচিতে লাগিলা প্রেমে করিঞা রোদন॥
শ্রীহৃদয়ানন্দ গোঁসাঞি দেখি সেই ভাব।
কহে—"রাধিকার দাসী এই, মোর নাহি লাভ॥
আমার কৃষ্ণের সঙ্গী নহে শ্যামানন্দ!
এতদিনে বুঝিল ইহার পরিবন্দ॥
আমার নিজ ভাব ছাড়ি করে রাধা ভাব।
ইহার সঙ্গেতে মোর কি হয় সম্ভাব॥"
এত বলি রাস ছাড়ি করিলা গমনে।
অন্তরে বিন্ধিয়া শর অভিমান গুণে॥
শ্যামানন্দ গোঁসাঞি রহিলা রাসস্থানে।
হৃদয়ানন্দের বড় ক্রোধ হৈল মনে॥
শ্রীরাস পূর্ণ হইতে তবে আইলা গোঁসাঞি।
সকল মহান্ত আইলা আসন যথাই॥

শ্রীগোঁসাঞি শয়ন করিলা নিজস্থানে।
প্রাতঃকাল হৈলে আইলা শ্রীগুরুদর্শনে॥
দর্শন করিয়া তবে প্রণাম করিল।
দেখিয়া হৃদয়ানন্দের মহাক্রোধ হৈলা॥
ক্রোধ করি গোঁসাঞিরে বলিতে লাগিলা।
"আমার কৃষ্ণের সঙ্গে ভাব ছাড়ি দিলা॥
গোপীভাব হৈল তোর গোপীর লক্ষণ।
আর মোর সঙ্গে তোর কোন প্রয়োজন॥"
এত শুনি কহে গোঁসাঞি বচন মধুর।
রাধিকার ভাবে ভজে পণ্ডিত ঠাকুর॥
কৃষ্ণ সঙ্গে রহে রাধাভাব অনুক্ষণ।
রাধাকৃষ্ণ দুহাঁকার করান মিলন॥
রাধাকৃষ্ণ কার্য্যেতে থাকিয়া অনুক্ষণ।
রাধাকৃষ্ণ-বিলাস, কুঞ্জে করেন দর্শন॥
সেই সঙ্গে মোর ভাব হৈল উদ্দীপন।
কেমনে ছাড়িলাম প্রভু তোমার চরণ॥
রাধা-বেশ হন কুঞ্জে সুবল ঠাকুর।
তাঁর ভাব আস্বাদন করিয়ে মধুর॥
এত শুনি গোঁসাঞি কহেন, "এই মিথ্যা।
শ্রীপণ্ডিত ঠাকুর মুখে না শুনি এই কথা।
সখা বিনু অন্যভাব ভাবনা না করিবে।
মোর সখ্যভাব এই আচরণ করিবে।"
এত শুনি গোসাঞি কহেন বচন।
"সখ্যভাব করিতে নারিব কদাচন॥"
শুনিয়া হৃদয়ানন্দ মহাক্রোধ হৈলা।
শ্রীশ্যামানন্দে প্রহার করিলা॥

ছড়ি দুই তিন মারি হাতে পায়ে পিঠে।
মাংস কাটি রক্ত পড়ে গোঁসাঞি ভূমে লুটে॥
দেখিয়া মহান্তগণ ধাইয়া ধরিল।
সবে ক্রোধ করি তাঁরে কহিতে লাগিল॥
"শুনহ হৃদয়ানন্দ, কি তোমার চরিত্র।
শ্যামানন্দে মার তুমি ভাল নহে রীত॥
পূর্ব্বে শ্যামানন্দে বধিলেক * *।
তবে তুমি তাহার বধের ভাগি হৈলে॥
মধুর ভাবাশ্রিতে সর্ব্বভাব মিলে।
কি বুঝিয়া শ্যামানন্দে তাড়ন করিলে॥"
সকল মহান্তগণ শ্যামানন্দে আশ্বাসিলা।
তবে শ্রীগোঁসাঞি কিছু প্রার্থনা করিলা॥
"এতদিনে প্রভু মোরে অঙ্গীকার কৈল।
দুঃখ নহে প্রভু, মোর আনন্দ হইল॥
প্রহার সে নহে মোর সুগন্ধ চন্দন।
শীতল হইল মোর দেহ প্রাণ মন॥
এতদিনে প্রভু মোরে অঙ্গীকার কৈলা।
আপনা করিয়া গোঁসাঞি প্রসন্ন হৈলা॥
পঞ্চপুত্র হৈল যেন এক হৈল সুতা।
ইহা জানি মনে কিছু না করিহ চিন্তা॥
মোর অপরাধ প্রভু ক্ষমিবে অন্তরে।
প্রভু আজ্ঞা নহে কৈনু মুঞি মূর্খ ছারে॥"
শ্রীশ্যামানন্দের শুনিয়া বচন।
ধন্য ধন্য করে সব মহান্তের গণ॥
তবে সর্ব্বসাধু স্নান করিতে চলিলা।
রন্ধুই করিয়া কৃষ্ণে ভোগ লাগাইলা॥

তবে সাধুগণ কৈল প্রসাদ সেবন।
সঙ্কেত দরশন কৈল, যত কুঞ্জবন॥
সেইখানে সেই দিন বিশ্রাম করিল।
রাত্রে শ্রীহৃদয়ানন্দ স্বপন দেখিল॥
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু দরশন দিলা।
তাঁহারে দেখিয়া গোঁসাঞি প্রণাম করিলা॥
মহাপ্রভু-অঙ্গে শুক্ল উড়ানি আছিল।
রক্তে ভিজা সেহো বস্ত্র দেখিতে পাইল॥
হাতে পায়ে পিঠে মাংস কাটিয়া গিয়াছে।
রক্তেতে উড়ানি ভিজি কামড়িয়া আছে॥
মহাপ্রভু দেখিয়ে যে গোঁসাঞি সুধায়ে।
"এ কি বিপরীত প্রভু শ্রীঅঙ্গে দেখিয়ে॥"
প্রভু কহে, "তব কৃপায় এই রক্ত বসন।
শ্যামানন্দ মোর আত্মা করিলে ঘাতন॥
তাহারে মারিতে মোর অঙ্গেতে বাজিল।
রক্তেতে বসন মোর ডুবিয়া রহিল॥"
এত শুনি গোঁসাঞি পড়িল শ্রীচরণে।
"আর মোর পরিত্রাণ নাহি ত্রিভুবনে॥
শ্যামানন্দ তব দেহ আমি নাহি জানি।
এইবার নিস্তার কর মোরে পদ্মপাণি॥
মোর বহু অপরাধ হইল চরণে।
প্রভুর লাগিয়া অনলেতে তেজিব জীবনে॥"
এত শুনি মহাপ্রভু করুণা করিল।
"দ্বাদশ মহোৎসব দেহ, আজ্ঞা কৈল॥"
তা শুনি গোঁসাঞি মহোৎসব মানিলা।
মহাপ্রভুর পদতলে অষ্টাঙ্গ হইলা॥

মহাপ্রভু পদধূলি তাঁর শিরে দিলা।
আশীর্ব্বাদ করি প্রভু অন্তর্ধান হৈলা ॥
তবে শ্রীহৃদয়ানন্দ চেতন পাইলা।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলি স্মরণ করিলা ॥
চেতন পাইতে তবে স্বপ্ন স্ফূর্ত্তি হইলা।
স্বপনে দেখিল তাহা অন্তরে মানিলা ॥
ভাবনা করিতে সেই রাত্রি পোহাইল।
প্রাতঃকাল হৈতে সর্ব্ব মহান্তে কহিল ॥
"আজি আমি শেষ রাত্রে দেখিনু স্বপন।
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু দিলা দরশন ॥
শ্যামানন্দ-দেহে আমি করিয়াছি ঘাত।
মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে হইয়াছে রক্তপাত ॥
হাতে পায়ে মাংস কাটি রক্ত পড়িয়াছে।
রক্তেতে উড়ানি সব ডুবিয়া রহিয়াছে ॥
সুধাইনু প্রভুপদে প্রণাম করিয়া।
প্রভু কহে "তব কৃপা—শ্যামানন্দ দিয়া ॥
মোর আত্মা শ্যামানন্দ তাহারে মারিলা।
মোর অঙ্গে বাজি রক্তে বসন ভিজিলা ॥"
এত শুনি প্রভুপদে পড়িনু কাতরে।
"এইবার উদ্ধার করহ প্রভু মোরে ॥
শ্যামানন্দ তব দেহ আমি নাহি জানি।
এইবার উদ্ধার করহ পদ্মপাণি ॥
শ্রীঅঙ্গে করিনু ঘাত নাহিক নিস্তার।
তোমার চরণ বিনু গতি নাহি আর ॥"
এত শুনি মহাপ্রভু করুণা করিল।
"দ্বাদশ মহোৎসব" দেহ এই আজ্ঞা দিল ॥"

এ বাক্য শুনিয়া আমি মহোৎসব মানিলা।
অষ্টাঙ্গ হইয়া তবে প্রণাম করিলা॥
মহাপ্রভু পদ তুলি মোর শিরে দিলা।
"কৃষ্ণভক্তি হউ" বলি অন্তর্ধান হৈলা॥
সাধুস্থানে অপরাধ হৈল প্রভুস্থানে।
এবার উদ্ধার মোরে কর সাধুগণে॥"
শুনিয়া মহান্তগণ কহিতে লাগিলা।
"শ্যামানন্দে স্বপ্নে কৃপা তুমি না মানিলা॥"
এতেক শুনিয়া তবে কহেন গোঁসাঞি।
"মোর এক নিবেদন সাধুজন ঠাঁই॥
প্রভু স্থানে হইল মোর অপরাধ।
সকল মহান্ত মোরে করহ প্রসাদ॥
'দ্বাদশ মহোৎসব' এই মোরে আজ্ঞা দেহ।
সবে আজ্ঞা করিয়া আপন করি লেহ॥"
এতেক শুনিয়া সব মহান্ত কহিলা।
"'দ্বাদশ মহোৎসব' এই তোমারে আজ্ঞা দিলা।
"ধন্য ধন্য শ্যামানন্দ, নাম যে তোমার।
আপন উদ্ধার কৈলে গুরুর উদ্ধার॥
তুমি ভৃত্য নহ, হও সবার পরাণ।"
এত বলি কোলে করি দিলা প্রেমদান।
তবে শ্যামানন্দ উঠি প্রণাম করিলা।
হৃদয়ানন্দ-পায় পড়ি লুটিতে লাগিলা॥
সকল মহান্তগণ আশীর্ব্বাদ কৈলা।
হরিধ্বনি করি সবে আনন্দিত হৈলা।
সকল মহান্তগণ যুকতি করিয়া।
শ্যামানন্দে বৃন্দাবনে আগে পাঠাইলা॥

"মহোৎসবের সামগ্রী তুমি আগে কর যাঞা।
আমরা মিলিব ব্রজপরিক্রমা করিয়া ॥"
শুনিয়া গোঁসাঞি পদে অষ্টাঙ্গ হইলা।
সকল মহান্ত পদে প্রণাম করিলা ॥
বিদায় হইয়া তবে আইলা বৃন্দাবনে।
পরিক্রমা করি আইলা যত কুঞ্জবনে ॥
শ্যামানন্দ আসি বৃন্দাবনে প্রবেশিলা।
শ্রীজীব গোঁসাই পায় প্রণাম করিলা ॥
শ্রীজীবে কহিলা তবে সব বিবরণ।
শুনিয়া শ্রীজীব চাঁদ আনন্দিত মন ॥
শ্যামানন্দে শ্রীজীব কোলেতে করিলা।
আশীর্ব্বাদ করি নিজ প্রাণাধিক কৈলা ॥
শ্রীজীব গোঁসাঞি নিজ ভাণ্ডার হইতে।
মহোৎসব সামগ্রী সব নিজ লাগিলা করিতে ॥
শ্রীজীব ডাকিয়া সব ব্রজবাসীগণে।
মহোৎসব ভিক্ষা করিলা সভাকার স্থানে ॥
শ্যামানন্দ গোঁসাঞির মহোৎসব জানি।
ভাণ্ডার ভরিয়া দিল ব্রজবাসী আনি ॥
মথুরা ফিরিয়া ব্রজমণ্ডল ফিরিলা।
চারি মহোৎসবের দিব্য সামগ্রী করিলা ॥
পরিক্রমা করি সব মহান্ত আইলা।
তবে যাই বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলা ॥
শ্যামানন্দ নিবেদিলা শ্রীজীব-চরণে।
"আমি কিছু জানি নাই জানহ আপনে ॥
যে আজ্ঞা করিবে মোরে সে কার্য্য করিব।
মহোৎসবের অধিকারী আপনে হইব ॥

শ্রীজীব গোঁসাঞি আজ্ঞা দিল ভৃত্যগণে।
আমন্ত্রণ দেহ ব্রজে যত সাধু জনে॥
সকল মহান্তগণে, ব্রজবাসীগণে।
সভাকারে আমন্ত্রণ দেহ ব্রজ স্থানে॥
আজ্ঞা পাঞা ভৃত্যগণ আমন্ত্রণ কৈলা।
দ্বিতীয়াতে মহোৎসব আরম্ভ করিলা॥
লুচি, পুরি, মিঠাই ক্ষীর শর্করা দধি।
ঘর ভরা দ্রব্য সব নাহিক অবধি॥
নানা উপহার তার কে করিবে লেখা।
সকল পক্কান্ন দ্রব্য অমৃত অধিকা॥
এ সকল দ্রব্য হৈল পর্ব্বত সমানে।
পাকি মহোৎসব দিলা সব সাধুজনে॥
আর যত ব্রজবাসী করিলা ভোজনে।
বোঝা বান্ধি কত দ্রব্য লৈলা কত জনে॥
এইরূপ একপক্ষ মহোৎসব কৈলা।
পূর্ণিমাতে রাধাকৃষ্ণের রাস-উৎসব হৈলা॥
এইরূপে দ্বাদশ মহোৎসব পূর্ণ হৈলা।
পূজা করি সাধুগণে বিদায় করিলা॥
তবে শ্যামানন্দ আইলা গোঁসাঞির স্থানে।
প্রণাম করিয়া তারে কৈলা নিবেদনে॥
"মোর কিছু নাহি প্রভু সকলি তোমার।
যাহা কৃপা করিবে প্রভু সেই সে আমার॥"

(অতিরিক্ত পাঠ)

এত বলি পাঁচটী মোহর হাতে লঞা।
অষ্টাঙ্গ হইয়া পড়ে প্রভু পদে দিয়া॥

তবে শ্রীহৃদয়ানন্দ কোলেতে করিল।
মাথে বর দিয়া কৃষ্ণভক্তি বর দিল॥
তবে সব সাধুগণ গমন করিলা।
শ্রীহৃদয়ানন্দ গোঁসাঞি আপনে চলিলা॥
শ্রীজীব গোঁসাঞি সর্ব্ব মহান্তে মিলিলা।
সভাকারে অষ্টাঙ্গ হঞা প্রণাম করিলা॥
কোলে করি সর্ব্বসাধু আলিঙ্গন কৈলা।
শ্যামানন্দ গোঁসাঞে শ্রীজীবে সমর্পিলা॥
সাধু মহান্ত ব্রজবাসী আনন্দিত হৈলা।
সবে মিলি হরিধ্বনি মহানন্দ কৈলা॥
সকল মহান্ত তবে গমন করিলা॥
জীব চাঁদ কথোদূর অনুব্রজি আইলা।
মহান্ত বিয়োগে চিত্তে দুঃখ উপজিলা॥
মহান্ত সকলে তবে বিদায় করিতে।
মূর্চ্ছাগত হঞা তবে পড়িলা ভূমেতে॥
সকল মহান্ত তারে প্রবোধ করিলা।
ধৈর্য্য হঞা সাধুপদে অষ্টাঙ্গ হইলা॥
কৃষ্ণভক্তি দিয়া গোঁসাঞি গমন করিলা।
সকল মহান্ত গৌড়দেশেতে চলিলা॥
বৃন্দাবনে শ্যামানন্দ কথোক্ষণে আইলা।
শ্রীজীব গোঁসাঞির সঙ্গেতে রহিলা॥
এইরূপে কথো দিন বৃন্দাবনে গেলা।
কে বুঝিতে পারে সেই শ্যামানন্দের লীলা॥
শ্রীজীব করিল আজ্ঞা যাহ উড়িষ্যায়।
সে দেশে পতিত তারি আসিবে এথায়॥

শ্রীমতীর এই আজ্ঞা আছয় তোমারে।
আজ্ঞা পালন করি আসিবা সত্বরে॥
রসিক মুরারি তাহা আছে অকত্তরি।
তারে কহিবে যত * * * বিবরি॥
শ্রীজীবের আজ্ঞা পাঞা উৎকলেতে গেলা।
শ্রীরসিকানন্দ গোঁসাঞিরে বহু কৃপা কৈলা॥
কৃপা করি নিজ শক্তি করিলা সঞ্চারণ।
এদেশে পতিত যত করিবে উদ্ধারণ॥
ভজন সাধন এই গ্রন্থ আদি যত।
সকল সমর্পিল আমি আপনার আত্ম॥
কথোদিন সেই দেশে বিশ্রাম করিল।
অধম পতিত জীব সব উদ্ধারিল॥
পুনর্ব্বার ব্রজে গোসাঞি করিলা গমন॥
শ্রীজীব সঙ্গেতে তবে রহে অনুক্ষণ॥
শ্রীশ্যামানন্দ গোঁসাঞি চরণ কমল।
স্মরণ করিয়া কহোঁ এই মোর বল॥
শ্রীরূপমঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিলা চারি দশার আখ্যান॥

(ভিন্ন পুঁথির পাঠ—)

পঞ্চদশায় গোঁসাইর সংসার বিষয়।
এই চারি দশায় কেবল কৃষ্ণ অভিলাষ॥
নবম দশাতে সাধন পূর্ণ হৈল।
শেষ দশায় মধুর বিরহ জন্মিল॥
তাহাতে যতেক চেষ্টা কে পারে বর্ণিতে।
রাধাকৃষ্ণ প্রেম-সেবা প্রাপ্তি অভিমতে॥

শ্রীজীব গোঁসাঞি যবে বৃন্দাবনে আইলা।
তাহার বিরহে গোঁসাঞি ব্রজপ্রাপ্তি হৈলা॥
দশমেতে রাধা-কৃষ্ণ সেবাপ্রাপ্তি হৈলা॥
শ্রীরূপমঞ্জরী সঙ্গে আনন্দে রহিলা॥
যেই মন রত তার সেই সিদ্ধ হৈলা।
শ্রীরাধাকৃষ্ণ করুণা করি সেবাতে রাখিলা॥
শ্রীরূপমঞ্জরী যূথ শ্রীললিতা আর।
কনকমঞ্জরী প্রাণ হইল সভাকার॥
গোঁসাঞির ব্রজপ্রাপ্তি সূত্ররূপে রচিলা।
মুই মূর্খ অধম মোরে যেই আজ্ঞা হৈলা॥
শ্রীশ্যামানন্দ গোঁসাঞির কৃপা আজ্ঞা হৈতে॥
এ গ্রন্থ রচনা করি গাহিয়ে সভাতে॥
তাহা লিখি যেই মোরে করান স্মরণ।
মোর শক্তি নাহি হয় করিতে বর্ণন॥

[গ্রন্থ-রচনার বিবৃতি]

শুন শুন সাধুগণ করি নিবেদন।
'শ্যামানন্দ প্রকাশ' যৈছে হৈল বিবরণ॥
একদিন এক সাধু দিল দরশন॥
"ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" করান শ্রবণ॥
শ্রবণ করিতে মোর বৈরাগ্য জন্মিল ;
বৃন্দাবন যাইতে মনে উদ্বেগ হইল॥
নানা অসৎকর্ম্মে মন ভ্রমে অনুক্ষণ।
চিত্তে না হয় মোর গোবিন্দ স্মরণ॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ অভিমান।
তাহাতে ডুবিল মোর দেহ মন প্রাণ॥

হিংসা অহঙ্কার কপট খুটনাটি।
দম্ভ প্রতিষ্ঠায় মোর চিত্তপরিপাটি॥
কৃষ্ণভক্তি গন্ধ হৃদে প্রবেশ না হৈল।
বৃথা জন্ম গেল, জন্ম হৈয়া কিবা ফল॥
কৃষ্ণসেবা না হইল আর সাধুসেবা।
করিবারে না পারিনু সংসারধর্ম্ম কেবা॥
স্ত্রী পুত্র পোষণ করিতে গৃহবাসে।
নানা কর্ম্মে কাল যায় মরিনু তরাসে॥
নানা কর্ম্মে মোর মন ভ্রমে অনুক্ষণ।
গোবিন্দ-পদারবিন্দ না হয় স্মরণ॥
বৃথা জন্ম গেল কৃষ্ণ সাধন না হৈল।
শমনের পুরী মোর নিকটে আইল॥
"রসামৃতসিন্ধু" সাধু মুখেতে শুনিল।
সব সার জ্ঞান মোর চিত্তেতে জন্মিল॥
সর্ব্ব ত্যাগ করিয়া করিব ব্রজবাস।
এই মনে আশা করি গেল মায়াফাঁস॥
যাইতে না পারি, মন আকুল হইল।
শ্যামানন্দ গোঁসাঞিরে ধ্যানে চিন্তা কৈল॥
ভাবনা করিয়া রাত্রে শয়ন করিলা।
বৃন্দাবন ধ্যান করি নিদ্রা যে আইলা॥
নিদ্রাকালে রাত্রেতে স্বপন দেখিলা।
ব্রজ-যাত্রী বৈরাগী দুই চারি দেখা দিলা॥
তাঁর সঙ্গ পাইয়া ব্রজে গমন করিলা।
স্বপ্নে কথোদিন ব্রজ দরশন হৈলা॥
তথায় রহিলা গিয়া মোর প্রাণ মন।
পূর্ব্বে একবার ব্রজে দিলা দরশন॥

সাক্ষাৎ স্বরূপ যেন গিয়াছে বৃন্দাবনে।
যমুনা কালিন্দিকুঞ্জ কৈলা দরশনে ॥
শ্রীশ্যামানন্দ গোঁসাঞির কুঞ্জে উত্তরিলা।
হস্তপদ ধৌত করি আসনে বসিলা ॥
ব্রজ পরিক্রমা করি গোঁসাঞি আইলা।
দেখিয়া সব ভক্তগণ অষ্টাঙ্গ হইলা ॥
গোঁসাঞির পদ ধৌত কৈলা দাসগণে।
চরণামৃত পাইলা সবে আনন্দিত মনে ॥
এক বৈরাগীরে আমি জিজ্ঞাসা করিল।
"শ্যামানন্দ গোঁসাঞি" বলি তিহোঁ তো কহিল ॥
শুনি মোর পুলকাশ্রু আনন্দ হইল।
দেখিয়া গোঁসাঞি মোরে নিকটে ডাকিল ॥
দণ্ডবৎ করিয়া গোঁসাঞি কাছে গেলা।
গোঁসাঞি সুধান মোরে "কোথা হতে আইলা।
কি নাম তোমার, কহ কাহার সেবক।
তোমার সঙ্গেতে আছে কত ভক্ত লোক ॥"
এত শুনি গোঁসাঞিরে নিবেদন কৈল।
'কৃষ্ণচরণদাস' নাম প্রভু মোরে দিল ॥
তোমার দাসের আমি হঙ নামাভাস।
মোরে কৃপা কর প্রভু করি নিজ দাস ॥
চারি বৈরাগীর সনে আইলাঙ বৃন্দাবনে।
তাঁরা গেলা পরিক্রমায় কুঞ্জ দরশনে ॥
সঙ্গে এক স্ত্রী ছিলা মোরে কণ্টক হৈলা।
তারে ছাড়ি উড়িষ্যায়, বৃন্দাবনে আইলা ॥
গোঁসাঞি কহেন সেহ আছে কি সংসারেতে।
কিবা উদাসীন হয় তোমার সাক্ষাতে ॥

কিবা পুত্র আছে তার পোষণের বা কে।
সর্ব্বত্যাগ করি তুমি করিলে বৈরাগে ॥
এত শুনি প্রভুপদে নিবেদন কৈলা।
উদাসীন হঞা মোর সঙ্গেতে আছিলা ॥
পুত্র পরিবার কিছু নাহি তার কর্ম্মে।
কৃষ্ণ অনুরাগে মুঞি আইনু ব্রজভূমে ॥
প্রভু কহে ঘরে যাহ তারে না ছাড়িবা।
তারে সঙ্গে লঞা কৃষ্ণসাধন করিবা ॥
অনাথিনী বৈষ্ণবীয়ে ছাড়ি কোন ধর্ম্ম।
"কি * * সাধন কর কহ মোরে মর্ম্ম ॥
এত শুনি প্রভুপদে নিবেদিনু আমি।
"সাধন স্মরণ প্রভু কিছুই না জানি ॥
প্রভুর চরণ ধ্যান করো অনুক্ষণ।
তব নাম গাহি এই সাধন স্মরণ ॥
কৃষ্ণ না পাইয়া আইনু তোমার চরণে।
এই বাঞ্ছা হয় প্রভু পতিতপাবনে ॥
প্রভু কহেন যদি নাহি কর আজ্ঞা ভঙ্গ।
আমারে পাইবে আর রাধাকৃষ্ণ সঙ্গ ॥
নিজ দাসী সঙ্গ কর যাহ নিজ স্থানে।
কৃষ্ণ ভজ মোর গুণ গাহ অনুক্ষণে ॥
আমার মঙ্গল কিছু করহ রচনে।
সংসারে গাহিবে গুণ মোর ভক্তগণে ॥"
এত শুনি গোঁসাঞির পদে নিবেদিয়ে।
"তবে গুণ কিবা হয় কিছু না জানিয়ে ॥
অক্ষর জানিয়ে মাত্র নাহি অর্থ জ্ঞান।
কেমনে বর্ণিব তোমার গুণের আখ্যান ॥"

প্রভু কহে মোর আজ্ঞা হৈতে জানিবে।
মোরে ধ্যান করিলে সকল স্ফূর্ত্তি হবে॥"
আমি-মূর্খ, তত্ত্ব অর্থ কি রচনা করিব।
সেই গ্রন্থ সাধুজন কেমনে লইব॥
প্রভু কহেন মোর কৃপা খ্যাতি তিন লোকে।
যে না মানে মোর বাণী বলি মিথ্যা বাক্যে॥
শ্রীচৈতন্যদ্রোহী সেই হইবে নিশ্চয়।
এই বাক্য সত্য হয়ে মিথ্যা কভু নয়॥
আমার 'নয়নানন্দ' অধিকারী স্থানে।
দেখাইবে এই গ্রন্থ বিনয় বচনে॥
তিহোঁ শুনি মোর কথা আনন্দ হইবা।
মোর প্রেমে এই গ্রন্থ স্থাপন করিবা॥
তেহোঁ যে স্থাপিলে সভে করিবে স্বীকার।
যে জন গাহিবে তার হইবে নিস্তার॥
আমারে পাইবে পাইবে * * চরণ।
না কর * * গ্রন্থ করহ রচন॥"
এত শুনি গোঁসাঞির আজ্ঞা-বাণী লইলা।
অষ্টাঙ্গ হৈতে মাথে পদ তুলি দিলা॥
কৃষ্ণভক্তি দিয়া প্রভু শ্রীমন্দিরে গেলা।
বৃন্দাবন হৈতে আসি স্বদেশে আইলা॥
নিদ্রা ভঙ্গ হৈলে মনে সব স্ফূর্ত্তি হৈলা।
কি ভাগ্য আমার আজি বৃন্দাবনে গেলা॥
স্বপ্নে কৃপা কৈলা;—মনে মিথ্যা অনুমান।
হেলা কৈলা সেই আজ্ঞার দুই তিন দিন॥

তবে পুনঃ কৃপা করি প্রভু দরশন দিলা।
নিদ্রাগত আছি আমি, শিয়রে বসিলা ॥
শিয়রে বসিয়া প্রভু কহিতে লাগিলা।
মোর আজ্ঞা মিথ্যা কৈলা সর্ব্বনাশ হৈলা ॥
তোর দুঃখ দেখি মোর দয়া সে লাগিলা।
তোর উদ্ধার লাগি মুঞি এথাকে আইলা ॥
গ্রন্থ আরম্ভ কর মোরে ধ্যান করি।
তোর দেহে আছি আমি বুঝহ বিচারি ॥
এ কথা প্রতীত করি প্রাতঃস্নান কর।
রাধাকৃষ্ণ পূজা করি গ্রন্থারম্ভ কর ॥
আজ্ঞা মানি প্রভুপাদ ধেয়ান করিল।
মনে মনে সব স্মৃতি হইতে লাগিল ॥
এইরূপে গোঁসাঞি মোরে কৃপা আজ্ঞা কৈল :
তাঁর কৃপাবলে গ্রন্থ রচনা করিলা ॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-কৃপাবলে লেখো ইহা।
মোর শক্তি নাহি হয় কহি আমি যাহা ॥
শ্রীশ্যামানন্দ গোঁসাঞির পাদপদ্মযুগে।
লক্ষ কোটী দণ্ডবৎ করি ভূমিভাগে ॥
বৈষ্ণব গোঁসাঞি মোর অপরাধ ক্ষমিবে।
অশুদ্ধ থাকিলে শুদ্ধ করিয়া গাহিবে ॥
রস-রসাভাস শুদ্ধ অশুদ্ধ বচন।
সব অপরাধ মোর ক্ষমিবে সাধুজন ॥
শ্যামানন্দ-লীলা কিছু না হয় বর্ণন।
বাতুলের প্রায় কিছু করিয়ে রচন ॥

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ আর ভক্তগণ।
নম্র হঞা শিরে ধরি সভার চরণ॥
শ্রীরাধামোহন প্রভু প্রেমভক্তি দাতা।
তাঁহার চরণে মুঞি বেচিয়াছি মাথা॥
তাঁর দুই পাদপদ্ম হৃদয়ে বিলাস।
শ্রীশ্যামানন্দ-প্রকাশ কিছু কহে কৃষ্ণদাস॥
ইতি শ্রীশ্যামানন্দ-প্রকাশ সদাজয় সমাপ্ত॥

২ খানি পুঁথির শেষে :—

(ক) স্বাক্ষর—শ্রীআনন্দদাস অধিকারী, সাং রসিকগঞ্জ, পরগণে চেতুয়া, সন ১২৫১ সাল, তারিখ ১৯শে চৈত্র সোমবার।

(খ) ইতি শ্রীকৃষ্ণদাস বিরচিত দশদশা-লক্ষণে শ্রীশ্যামানন্দ-চরিত সম্পূর্ণ। ইতি সন ১২৮৮ সাল, তাং ২রা বৈশাখ।

শ্রীব্রজগোপাল চৌধুরীর গ্রন্থ॥
সাং লালগড়, রাজবাটী।

শ্রীল শ্যামানন্দঠাকুরের শ্রীগুরুপ্রণালী